পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক
এ. এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা

৩০শে শ্রাবণ ১৩৯১ বাংলা ॥ ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৪ ইং ॥ ১৭ই জেল্কদ ১৪০৪ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'
১৫ই আগষ্ট ১৯৮৪
৩৮শ বর্ষ :
৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৯ম পারা ২৪শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : ঐক্য এবং পরস্পর প্রীতি ও ভালবাসা	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভূঁইয়া	৫
* যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদ : শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান	৭
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভূঁইয়া	২১
* জোর কদম এগিয়ে চলে (কবিতা) :	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩২
* পাকিস্তানে ইসলামী ন্যায়নীতি বিরোধী কার্যকলাপ :	আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩৩
* সংবাদ :	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৩৬

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আই:) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামহুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে বিশেষ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারী রাখিবেন।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানান যাইতেছে যে, হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব (রাঃ) ও হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রাঃ)-এর পুত্র মোহতারম নবাবজাদা মসউদ আহ্‌মদ খান সাহেব বিগত ১৪/৭/৮৪ইং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁহার জানাযা রাবওয়ায় নীত হইলে একই দিনে ইশার নামাযের পর বেহেস্তী মাকাবেরায় তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ দর্জায় ভূষিত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে উত্তম ধৈর্যধারণের তৌফিক দিন। মরহুম জামাতের একজন বিশেষ বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আমরা আমীরুল মুমেনীন হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ), মরহুমের দুই পুত্র মোহতারম নবাবজাদা মওদুদ আহমদ সাহেব (এডভোকেট, করাচী) ও মোহতারম নবাবজাদা মনসুর আহমদ সাহেব, (মিশনারী ইন-চার্জ সুইটজার ল্যাণ্ড আহমদীয়া মুসলিম মিশন), তিন কন্যা এবং সম্মানিত পরিবারের সকলের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—(আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ)

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট ১৯৮৪ইং : ৩০শে শ্রাবণ ১৩৯১ বাংলা : ১৫ই জুহুর ১৩৬৩ হিঃ শামসী

৭ম সুরা আল-আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ্, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

নবম পারা **২৪ রুকু**

১৯০। তিনিই তোমাদিগকে এক জান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে তাহার জোরা সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন সে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারে, অতঃপর যখন সে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে তখন সে লঘুভার ধারণ করে এবং উহা লইয়া চলাফেরা করে ; অতঃপর যখন সে ভারগ্রস্ত হয়, তখন দম্পতি যুগল তাহাদের রাব্ব আল্লাহ্‌র নিকট এই বলিয়া দোওয়া করে যে, যদি তুমি আমাদিগকে সুস্থ সন্তান দাও, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় শুকোর গোযার বান্দা হইব।

১৯১। অতঃপর যখন তিনি তাহাদিগকে সুস্থ সন্তান দেন, তখন তাহারা উভয় সেই সন্তান সম্বন্ধে যাহা তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন তাঁহার সহিত শরীক করীতে থাকে ; অথচ আল্লাহর উহা হইতে বহু উর্ধে যাহাকে তাহারা শরীক করে।

১৯২। তাহারা কি (আল্লাহ্‌র সহিত) উহাদিগকে শরীক করিতেছে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারা স্বয়ং সৃষ্ট।

১৯৩। এবং তাহাদিগকে (অর্থাৎ মুশরেকদিগকে) সাহায্য করার মত উহাদের কোন ক্ষমতা নাই, এমন কি তাহারা নিজেদের জানেরও সাহায্য করিতে পারে না।

১৯৪। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে (অর্থাৎ মিথ্যা মা'বুদদিগকে) হেদায়াতের দিকে ডাক তাহারা তোমাদের অনুগমন করিতে পারিবে না, তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর, অথবা নীরব থাক, তোমাদের উভয়ই সমান।

১৯৫। আল্লাহ ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদিগকে ডাক, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের মত বান্দা। অতএব তোমরা তাহাদিগকে ডাকিতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ডাকের উত্তর দিক।

১৯৬। তাহাদের কি পা আছে যদ্বারা তাহারা চলে ?, অথবা তাহাদের কি হাত আছে যদ্বারা তাহারা ধরে অথবা তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ্বারা তাহারা দেখে অথবা তাহাদের কি কান আছে, যদ্বারা তাহারা শুনে, তুমি বল, তোমরা তোমাদের সকল শরীককে ডাক এবং সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং তোমরা আমাকে কোন অবকাশ দিওনা।

১৯৭। আমার অভিভাবক নিশ্চয় সেই আল্লাহ্‌ যিনি এই কামেল কিতাব নাযেল করিয়াছেন এবং তিনি নেককারগণের সঙ্গে থাকেন।

১৯৮। এবং তাহারা, যাহাদিগকে তোমরা তাঁহাকে ছাড়া ডাক, তোমাদিগকে সাহায্য করার কোন সামর্থ রাখে না, এবং তাহারা নিজদিগকেও সাহায্য করিতে পারে না।

১৯৯। যদি তোমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তাহারা শুনেনা, তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যেন তাহারা তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে, বস্তুতঃ তাহারা তোমাকে মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেনা।

২০০। (হে নবী! সদা) তুমি মার্জনা (-র নীতি) অবলম্বন কর এবং ন্যায়ের আদেশ দাও। এবং অজ্ঞ লোক দিগকে উপেক্ষা করিয়া চল।

২০১। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে তোমার নিকট কোন প্ররোচনা আসে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

২০২। নিশ্চয় যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যখন শয়তানের পক্ষ হইতে কোন কুমন্ত্রণা তাহাদিগকে স্পর্শ করে তাহারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়।

২০৩। এবং তাহাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) ভাইগণ তাহাদিগকে বিপথগামীতার দিকে টানে এবং (ইহাতে) তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

২০৪। এবং যখন তুমি তাহাদের নিকট কোন (তাজা) নিদর্শন না আন, তখন তাহারা বলে, তুমি নিজেই কেন উহার উদ্ভাবনা করিলে না? তুমি বল, নিশ্চয় আমি শুধু উহার অনুগমন করি যাহা আমার রব্বের পক্ষ হইতে আমার প্রতি ওহী করা হয়; এইগুলি তোমাদের রব্বের নিকট হইতে সমাগত সমুজ্জ্বল প্রমাণ, এবং মোমেন জাতির জন্য হেদায়াত ও রহমত।

২০৫। (হে লোক সকল) যখন কুরান পাঠ করা হয় তখন তোমারা মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিবে এবং নীরব থাকিবে, যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

২০৬। এবং (হে নবী!) তুমি তোমার রাব্বকে নিজ মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ-স্বরে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর, এবং (এই বিষয়ে) গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হইও না।

২০৭। নিশ্চয় যাহারা তোমার রব্বের নিকট আছে তাহারা অহংকার ভরে তাঁহার ইবাদত হইতে মুখ ফিরায় না বরং তাহারা তাঁহার পবিত্রতার গুণ গায় এবং তাহারা তাঁহার সম্মুখে সেজদা করে।

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

ঐক্য এবং পরস্পর প্রীতি ও ভালবাসা

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্যান্য ভ্রাতার জন্যও তাহাই পছন্দ করে, যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী)

(২) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা কিয়ামতের দিন বলিবেন, 'সেই সকল লোক কোথায়? যাহারা আমার মহিমা ও প্রতাপের জন্য একে অন্যের প্রীতি ও ভালবাসা পোষণ করিত। আজ আমার ছায়া ব্যতিরেকে অন্য কোন ছায়া নাই; আমি তাহাদিগকে আজ আমার রহমতের ছায়ায় আচ্ছাদিত করিব।" (মুসলিম)

(৩) হযরত মিকদাদ বিন মা'দিকারাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত; হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার প্রতি মহব্বত রাখে, তখন সে যেন তাহার সেই ভ্রাতাকে জানাইয়াও দেয় যে সে তাহাকে ভালবাসে। (তিরমিযী)

(৪) হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের কল্যাণার্থে তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। তিনি যাহা পছন্দ করেন তাহা হইলঃ (১) তোমরা যেন তাঁহার এবাদত (পরম আনুগত্য) কর, (২) তাঁহার সহিত কোন কিছু শরীক না কর এবং (৩) তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর, ঐক্যবদ্ধ হইয়া থাক এবং বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন না কর। আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা অপছন্দ করেন তাহা হইলঃ (১) (আদেশ মান্যতার ব্যাপারে) বচসা ও বাকবিতণ্ডা, (২) অধিক প্রশ্ন এবং (৩) সম্পদের অপচয় করা। (মুসলিম)

মুমেনদের পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের নেপথ্যে পরম কল্যাণ

(১) যখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাঁহার কোন (প্রিয়) বান্দার জন্য উচ্চতর মার্গ ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়, কিন্তু সে তাহার আমলের দ্বারা সেই মার্গে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তখন তিনি তাহার কোন শারীরিক রোগ-ভোগ, আর্থিক ক্ষতি অথবা সন্তানের দুঃখ-কষ্টের দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং উহাতে তাহাকে সবুর করার ও ধৈর্যধারণের শক্তি ও তওফিক দান করেন। এমনি ধারায় তাহাকে সেই নির্ধারিত উচ্চতর মার্গে পৌঁছাইয়া দেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, আবু দাউদ, মিশকাত পৃঃ ১১৩)

(২) হযরত খুবাব (রাঃ) বর্ণনা করেন : মক্কার মুশরেকদের পক্ষ হইতে যখন আমাদের উপর ভীষণ নির্যাতন চলিতেছিল তখন একদা আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হুজুরে উপস্থিত হইলাম। ঐ সময় তিনি কা'বা শরীফের ছায়া তলে মাথার নীচে হাত রাখিয়া শায়িত ছিলেন। আমি নিবেদন করিলাম, "আপনি কি আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিতেছেন না?" তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার চেহারা রক্ত রাঙা হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীদের (নবীদের উম্মতের) অবস্থা নিশ্চয় এমনও হইয়াছে যে, লোহার চিরনী দিয়া তাহাদের কাহারও কাহারও দেহের মাংস অস্থি পর্যন্ত আঁচড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। ইহা তবুও তাহাদিগকে তাহাদের দ্বীন হইতে ফিরাইতে পারে নাই। তেমনি তাহাদের মস্তকের উপর করাত চালাইয়া তাহাদিগকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি ইহা তাহাদিগকে তাহাদের দ্বীন হইতে ফিরাইতে পারে নাই। অবশ্য অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালা এই সেলসেলাকে পরিপূর্ণতা দান করিবেন, ইহা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করিবে। তখন এমন হইবে যে একজন উটের পিঠে বা ঘোড়ায় চড়িয়া সানয়া হইতে হাজরামওত পর্যন্ত সফর করিয়া চলিয়া যাইবে এবং সে আল্লাহ্‌ ছাড়া কাহাকেও ভয় করিবে না।"

(বুখারী শরীফ)

অনুবাদ :—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

অমৃত বাণী-এর অবশিষ্টাংশ

সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া বসে। বরং স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই দরজার মানুষ নেহাত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি অন্ধকার রাত্রিতে দুর হইতে আগুনের ধুঁয়া দেখে, কিন্তু আগুনের আলো দেখিতে পায় না এবং উহার উত্তাপ দ্বারা নিজের শীত ও সর্দ্দি দুর করিতে পারেনা। ইহার কারণ এই যে, খোদাতায়ালার বিশেষ বরকত ও নেয়ামত হইতে এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা কোন অংশ লাভ করেনা, না তাহাদের মধ্যে কোন কবুলিয়ত সৃষ্টি হয়, না খোদার সংগে তাহাদের এক বিন্দু সম্পর্ক আছে, না আলোর শিখা হইতে তাহাদের মধ্যে মানবতার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। যেহেতু খোদাতায়ালার সংগে তাহাদের প্রকৃত বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় না, সেইজন্য তাহারা খোদার নৈকট্য লাভ না করিয়া শয়তানের নৈকট্য লাভ করে এবং নফসানিয়ত তাহাদের উপর বিজয় লাভ করে এবং গভীর মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় সূর্য্য যেমন অধিকাংশ সময় লুকায়িত থাকে এবং কখনো কখনো ইহার কোন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনিভাবে তাহারা অধিকাংশ সময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ও শয়তানী প্রভাব তাহাদের স্বপ্ন ও ইলহামকে বহুল পরিমাণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

(হকীকতুল ওহী, পৃঃ ৫—১)

—নাজির আহমেদ ভুইয়া

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

ঐ সকল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যাহারা কোন কোন সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বা যাহাদের নিকট কোন কোন সত্য ইলহাম হইয়া থাকে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ স্থলে ইলহাম প্রেমিককে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ওহী দুই প্রকারের– পরীক্ষা-মুলক ওহী ও মনোয়নমূলক ওহী। পরীক্ষামূলক ওহী কোন কোন সময় ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে, যেমন বালম এই কারণেই ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু মনোনয়নমূলক ওহী লাভকারী ধ্বংস হয় না। এবং পরীক্ষামূলক ওহী সকলে লাভও করে না। বরং কোন কোন মানুষের প্রকৃতি এইরূপও হইয়া থাকে যে, শারিরীক দিক হইতে যেমন অনেক মানুষ বোবা, বধির ও অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তেমনি কোন কোন মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি আদতেই থাকে না; এবং অন্ধ যেইরূপ অন্য কর্তৃক পথ প্রদর্শনে নিজকে চালাইতে পারে, তেমনিভাবেই উক্ত বাক্তিরাও চলিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে যেহেতু সাধারণভাবে দেখার বিধান জারী আছে, সেইজন্য তাহারা এই সাধারণ ও সত্য বিধানকে অস্বীকার করিতে পারে না এবং তাহারা এই কথা বলিতে পারে না যে, অন্যান্য সকল ব্যক্তিও তাহাদের মতই অন্ধ। প্রতিনিয়ত আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে কোন অন্ধ এই ব্যাপারে বিবাদ করে না যে, যাহারা দেখে বলিয়া দাবী করে তাহাদের দাবী মিথ্যা। এবং তাহারা এই কথাও অস্বীকার করে না যে সহস্র সহস্র মানুষের চক্ষু আছে। কেননা তাহারা অবগত আছে যে, এই সকল মানুষ নিজদের চক্ষুর সাহায্যে কাজ করিয়া থাকে ও ঐ সকল কাজ করিতে পারে যাহা অন্ধ করিতে পারে না। হঁ্যা, যদি এমন কোন যুগ থাকিত যে যুগে সকল মানুষ কেবল অন্ধ ছিল এবং একজনও চক্ষুষমান ব্যক্তি না থাকিত অথবা বিগত যুগগুলিতে এমন যুগও ছিল যখন কেবলমাত্র চক্ষুষমান ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করিত তাহা হইলে অন্ধরা অস্বীকার করিতে পারিত এবং তাহাদের ঝগড়া বিবাদের অনেক অবকাশ থাকিত। বরং আমার ধারণা এই যে, এই বিতর্কে অবশেষে অন্ধরাই জয় লাভ করিত। কেননা যে সকল ব্যক্তি কেবল অতীত যুগের বরাত দিয়া থাকে এবং যে সকল ব্যক্তি মানবিক শক্তির দাবী করে, কিন্তু ঐগুলি কোন মানুষের মধ্যে দেখাইতে পারে না এবং বলে যে ঐ সকল শক্তি ভবিষ্যতে থাকিবে না, ঐগুলি অতীতে ছিল, এই সকল ব্যক্তি সত্যের

যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

[৩০শে এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং মাহ্‌মুদ হল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

ইসলামের আন্তর্জাতিক বিজয়ের পথে—আধ্যাত্মিক মহাসংগ্রামের আহ্বান

তাশাহুদ ও তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর, (আইঃ) বলেন :

"আজ রাতে আপনাদের সামনে উর্দুতে বক্তৃতা শুরু করার জন্য, যাঁরা আপনাদের মধ্যে উর্দু জানেন না, তাঁদের কাছে আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আমি এটা ইচ্ছা করেই করছি। যদিও এটা আমার নির্দেশের এবং আমার নিজের আগেকার রীতিরও পরিপন্থী। একটা বাধ্যবাধকতাই এই বিচ্যুতিটার কারণ। আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন যে, আমি এই বক্তৃতা কেবল আপনাদের কাছেই করছি না, বরং এই মুহূর্তে আমার এখানে অবস্থানের দরুণ এমন লক্ষ লক্ষ আহমদীর জন্য আমাকে কথা বলতে হবে, যাঁদেরকে সরাসরি আমার কথা শুনবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা কিভাবে করা হয়েছে, আমি তা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব। তাঁদের দুর্ভোগ ও দুঃখ দুর্দশা অকল্পনীয়ভাবে মর্মান্তিক এবং গভীর। কাজেই এটাই সমীচীন যে, আমি এমন একটা ভাষায় বক্তৃতা করি, যা তাঁরা বুঝেন। যাঁরা উর্দু বুঝেন তাঁদের সংখ্যা ইংরেজী জানা লোকের চাইতে অনেকগুণে বেশী। সুতরাং আমি তাঁদের সরাসরি আমার কথা বুঝবার অধিকারকে এমন কিছু সংখ্যক লোকের খাতিরে উপেক্ষা করতে পারি না, যাঁরা উর্দু জানেন না।

"যাঁরা উর্দু বুঝেন না, তাঁদেরকে আমার এই উর্দু বক্তৃতার একটা ইংরেজী তর্জমা দেওয়া হবে। এখন, আমি আমার বক্তব্য উর্দুতে পেশ করবো। আমি চেষ্টা করবো যাতে আপনাদের সামনে আমি পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারি, যার দরুণ আমাকে আগেকার প্রোগ্রাম ছেড়ে দিয়ে আগেই আসতে হয়েছে। তাহরিক-এ-জদীদের কর্মকর্তারা আমাকে বার বার অনুরোধ করছিলেন যে, আমি যেন পূর্ব-আফ্রিকা সফরের আগে অথবা পরে ইংলণ্ড সফর করি : সেজন্য প্রোগ্রামও ঠিক করা হয়েছিল, প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। ......

"আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, পূর্ব-আফ্রিকা যাওয়ার পথে, না হয় ফেরার পথে আমি যেন ইংলণ্ড সফর করি। বলা হয়েছিল যে, বর্তমান সময়ে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের জন্য ইংলণ্ড একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। তাঁরা জানতেন যে, আমার পক্ষে এ সময়ে ইউরোপ সফরের কোনও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। তাঁরা তাই, মনে করেছিলেন যে, ইংলণ্ডে থেকেই আমি ইউরোপের অন্যসব দেশের প্রতিনিধি ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারবো।"

হুজুর (আইঃ), অতঃপর, উর্দুতে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেনঃ (এর ইংরাজী তরজমা করেছেন মোহতারম চৌধুরী আনওয়ার আহমদ কাহ্‌লুন সাহেব, প্রেসিডেন্ট, নিখিল ইউরোপ জামাতে আহ্‌মদীয়া।)

হুজুর বলেনঃ "আপনারা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমার গলা বসে গেছে। পাকিস্তানে আহমদীরা আজ বহুবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত,—লাউড স্পীকারের ব্যবহার থেকেও বঞ্চিত; এমনকি, তা মসজিদের চার দেওয়ালের ভিতরেও। সম্প্রতি, জারিকৃত অর্ডিন্যান্সটি হচ্ছে একটি অন্যায়, নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ কালাকানুন। যা (খোদার) খলিফাকে শুধু তাঁর অনুসারীদের সামনে লাউড স্পীকারে কথা বলা থেকেই নিবৃত্ত করেনি, বরং এতে এমন সব ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে যে, খলিফা সামনে উপস্থিত থাকলেও তাঁর অনুসারীরা তাঁর কাছ থেকে তাঁর কোনও কথা শুনতে পারবে না। ....

"অর্ডিন্যান্সটি জারি করার পরে যে কয়টা দিন আমি রাবওয়াতে ছিলাম, যে কয়টা দিন হাজার হাজার আহমদী রাবওয়াতে আসতেন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার আশায়। রাবওয়ার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা পাগল-পারা হয়ে এসে জমায়েত হতেন এবং দোওয়ায় মশগুল হতেন। লাউড স্পীকার ব্যবহারে বাধানিষেধ থাকায় আমাকে কুরআন করীমের আয়াত সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে তেলাওত করতে হতো। ইতিপূর্বে, যখন লাউড স্পীকার ব্যবহারের অনুমতি ছিল, তখন আমাদেরকে স্বরযন্ত্রের উপরে এভাবে জবরদস্তি করতে হতো না। এ থেকে এখন অবশ্য আমরা একটা বিষয় বুঝতে পেরেছি যে. হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) কেন তাঁর খেলাফতের প্রায় সারাটা সময় জুড়েই স্বরভঙ্গজনিত অসুবিধায় ভুগতেন; সে সময় তো আর এখনকার মত লাউড স্পীকার ইত্যাদির সুবিধা ছিল না।"

"পাকিস্তানে প্রদত্ত আমার ছোট ছোট ভাষণগুলির জন্য, খুব সতর্কতার সঙ্গে কথা বলা সত্ত্বেও, সরকার যে কোন সময়ে আমাকে অর্ডিন্যান্স ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারত। কারণ, এতে প্রত্যেক পুলিশ অফিসারকে এই ক্ষমতা দেওয়া ছিল যে, তারা যে কোন সময় যে কোন আহমদীকে অর্ডিন্যান্স ভঙ্গের অজুহাতে অভিযুক্ত করতে পারতেন এই বলে যে, আর কিছু না হোক অন্ততঃ সেই আহমদী তার আচরনে ও চালচলনে মুসলমানদের মত ব্যবহার করেছে। আমাকে আস্তে আস্তে কথা বলতে হচ্ছে. এজন্য আপনারা কিছু মনে করবেন না। হালে জারি করা এই অর্ডিন্যান্সটির অনিষ্ট থেকে কেউই নিরাপদ নয়; আমি ভীত ছিলাম না, বরং আমি যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বহুবার বহু নামাযের

পরে, দারুণভাবে মর্মাহত ব্যক্তিদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমাকে নাচার হয়েই কড়া আওয়াজে বক্তৃতা করতে হতো। যে সব আহমদী বহির্দেশে আছেন, তাঁদের পক্ষে এটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য যে, পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীদের প্রাণে প্রাণে কী ধরণের অবিশ্বাস্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাদের অন্তরের শান্তি অন্ততঃপক্ষে সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সমস্ত কিছুই কোরবানী করবার গভীর আগ্রহে তারা আজ অভিভূত হয়ে পড়েছে, আকুল হয়ে উঠেছে। আসলে তাদেরকে সান্ত্বনা দানের কোন প্রশ্নই ছিল না, এর কোনও প্রয়োজন ছিল না তাদের। তারা সংগ্রাম করার জন্য এত দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তাদেরকে নিবৃত্ত করতে আমাকে বারবার তাদের বায়'আতের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাতে হয়েছে। তারা অবশেষে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে, নিবৃত্ত হয়েছে। আমি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি যে, কোন আহমদী যেন কখনও, কোন অবস্থাতেই, এমনকি তীব্র উস্কানীর মুখেও দায়িত্বহীনতার পরিচয় না দেয়। আমি তাদের স্মরণ করায়ে দিয়েছি যে, তারা আল্লাহ্‌র এবং রসুলে পাক (সাঃ) এর নামে অঙ্গীকার করেছে যে, তারা আমার এতায়াত করবে। আমি এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছি যে, আমি যতক্ষণ না বলি যে, সাম্প্রতিক গুরুতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে ততক্ষণ তারা কোনভাবেই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। আমি বলেছি, আপাততঃ আমি তাদেরকে এই অনুমতি দিতে পারি যে, তারা নিজেদেরকে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র সমীপে সোপর্দ করুক এবং ক্রন্দন করুক। এবং তারা এই সীমাকে লংঘন করতে পারবে না। সারা পাকিস্তান জুড়ে ছোট বড় সকল মসজিদে মসজিদে, সকালে এবং সন্ধ্যায়, তাদের উপরে যে কঠোর আত্মসংযম ও আত্মশৃংখলা আরোপ করা হয়েছে, তাতে তাদের অনুভূতিকে খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়েছে, এখন তাদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে তুলনা করা যায় কেবল সদ্য-জবেহ্ করা ভেড়া-ছাগলের সঙ্গে। আজকের দিনে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর অনুসারীরা যে কাতর কলিজা-ফাটা প্রার্থনায় সমাহিত তার আকুলতা ও গভীরতা ইউনুস (আঃ) এর উম্মতের প্রার্থনার চাইতেও বহু বহু গুণ বেশী।......

"আমি তাদেরকে বুঝায়ে বলেছি যে, তাদের উপরে যে সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, তা তাদের শোকাহত অনুভূতিসমূহকে আসমানের দিকে ধাবিত করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাদের কর্মপন্থা নির্ধারিত করে দিই, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যথাসাধ্য বিনয় ও দৃঢ়চিত্ততার সঙ্গে দোওয়ার মধ্যে নিমগ্ন থাকবে। সেরূপ দৃঢ়তা আসা সম্ভব শুধু গভীরভাবে আহত এবং নিরুপায় হৃদয়ে,—যে হৃদয় পারে আসমানের রূপক প্রাচীরসমূহে কম্পন তুলতে, পারে সেই সব প্রাচীর চূরমার করে দিতে। আপনাদের চরম দুঃখের অনুভূতিসমূহকে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের অভ্যন্তরেই বিরাজিত রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা কোন পরিবর্তন না ঘটান, এবং এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না করেন যাতে যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার পরিবর্তে তাঁর ঐশী কৃপায়, পরিত্রাণের দিন এসে যায়। আমি সুস্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছি যে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দরুণ জামাতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যেবোধ বিস্ময়করভাবে সমুন্নত হয়েছে। এই অবস্থা, সাধারণ তবলীগের মাধ্যমে হয়ত একশ' বছরেও অর্জন করা সম্ভবপর হতো না। এটা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে,—এটাই তাঁর ডিক্রী। পাকিস্তানী আহমদীরা তাদের জান কোরবান করতে প্রস্তুত। এবং অনুমতি পেলে তারা প্রতিদিন হাজারে হাজারে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আহমদীরা জানে যে, তাদের দুশমনরা ওয়াকেবহাল নয় যে, আহ্‌মদীদেরকে কোরবানীর কী ধরনের শক্তি ও সংকল্প দান করা হয়েছে (এ সময় শ্রোতাদের মধ্য থেকে জিন্দাবাদ শ্লোগান উত্থিত হতে থাকে)। হুজুর বলেন: আমরা এখন এমন সব অনিবার্য ঘটনাচক্রের মধ্যে নিপতিত যে, এখন শ্লোগানে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। যদিও আল্লাহ্‌র কাছে বিগলিত চিত্তে বিনীত প্রার্থনায় আপনাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশে বাধা নেই; তবুও কোন ক্রমেই যেন এখন আপনাদের এক আউন্স পরিমাণ শক্তিও নষ্ট না হয়। সামনে আমাদের বিপুল দায়িত্ব, এবং তার সম্পাদনে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা তো ঐ সব লোকের মত নই, যারা দিন কয়েক খুব চীৎকার করে বটে, কিন্তু তার পরেই আয়াসের মধ্যে ঢলে পড়ে। আমরা তো সংকল্পবদ্ধ যে, যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, না, যদি সহস্র সহস্র বৎসর ধরেও আমাদের কোরবানী-কাল বিস্তারিত হয় তবু আমরা অবিচল থাকবো। না আমরা কখনও পিছপা হব, না জালিমদের কাছে কখনও কৃপা ভিক্ষা করবো। আমাদের প্রার্থনা আল্লাহ্‌র —একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে,—আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে অবিচল ধৈর্য্য সহকারে অবিশ্রান্তভাবে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাব। অবশ্য, ফলাফল নির্ভর করে সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার উপরে, এবং আমরা সানন্দে আমাদের পরিণামকে ছেড়ে দিয়েছি তাঁরই হাতে। ঐশী ডিক্রীর সামনে অমিত শক্তিধর জাতিগুলি, যাদেরকে দৃশ্যতঃ পাহাড়ের ন্যায় অটল মনে হয়, সেগুলিও ধূলিকণার মত উড়ে যায়।

আমি যা বলছি খুব গভীরভাবে তার প্রতি মনোযোগ দিন। সম্প্রতি জারিকৃত অর্ডিন্যান্সটির দরুণ পাকিস্তানে আহমদীরা মুখের কথায় অথবা লিখিত ভাবে, অথবা আচারে-ব্যবহারে অথবা তাদের চাল-চলনে নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে পারবে না। তারা মসীহ মওউদ (আঃ) এর সাহাবীগণের উপরে কোরআনের নির্দেশ মাফিক কোন আশীষ বা সালাম পৌঁছাতে পারবে না। তাদের জন্য কোরআনী পরিভাষা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও তারা ঈমান রাখে যে, কোরআনের অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করা তাদের জন্য বাধ্যকর। তারা আজান দিতেও পারবে না। সংক্ষেপে, তাদের জন্য এমন সব কিছু করাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যাতে রসুলে পাক (সাঃ) এবং কোরআন করীমের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ পেতে পারে। অথচ, এর বিপরীতে যে কারণ দর্শান হচ্ছে এই সব অন্যায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে তা হচ্ছে, এতে নাকি মুসলমানদের অনুভূতিতে বড় অসহনীয় আঘাত লাগে। অর্ডিন্যান্সটাতে বলা হয়েছে যে, আহমদীদের 'ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া'' থেকে রুখবার জন্যে আইন সংশোধন করা হচ্ছে।

এই অর্ডিন্যান্সে আজান দেওয়া ; ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করা ; এবাদতের স্থানকে মসজিদ বলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এই কাজগুলিকে কি কল্পনায়ও কোনভাবে "ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ" বলে আখ্যায়িত করা যায় ? যে সকল শব্দাবলীর মাধ্যমে যে বিশেষ বিশেষ ভাব স্মরণাতীতকাল থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে কলমের এক খোঁচায় সেই সব শব্দের ভেতর বিরোধী ভাব সঞ্চারিত করা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের সামনে এমন সব ভীষণ বিদঘুটে ও ঘৃণিত কার্যাবলী অনুসরণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই, যা ইসলামের সুন্দর চেহারাতে কালিমা লেপন করে কুৎসিৎ করে তুলেছে—যে ইসলাম দান করেছে ধর্ম ও বিবেকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। দুনিয়ার ইতিহাসে এবারই প্রথম একটা রাজনৈতিক সরকার ধর্মের নামে এ ধরণের একটা উৎকট সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলো। নির্যাতনের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন করা হয়ে থাকে ; কিন্তু এবারই প্রথম, পৃথিবীর ইতিহাসে, একটি রাজনৈতিক সরকার, জনগণের উপরে শক্তি প্রয়োগ করছে মিথ্যা বলাবার জন্য। আপনারা জানেন এবং এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক আহমদী হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস করে যে, সে একজন মুসলমান, সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রসুল ; কুরআন করীমের শিক্ষা অনুসরণ করা তার জন্য বাধ্যকর। আল্লাহ্‌র একত্বে, বেহেশ্‌ত ও দোযখের অস্তিত্বে, ফেরেশ্‌তা ও বিচার দিবসে, অতীতের সকল নবী রসুল ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কেতাবসমূহে সে বিশ্বাসী। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আহমদী এই সব বিষয়ের উপরে বিশ্বাস রাখে এবং এসব ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মিথ্যা বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুসলমান ছাড়া অন্য কিছু বলবার উপায় নেই। অন্যেরা যা খুশী বলতে পারে, মনে করতে পারে ; কিন্তু দুনিয়ার বুকে হেন শক্তি নেই যা তাকে তার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য জবরদস্তি বাধ্য করতে পারে। এই সব বিষয়ে বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তিকে কী করে শক্তি প্রয়োগে এই কথা বলতে বাধ্য করা যেতে পারে যে, সে মুসলিম নয় ? এবং সে আল্লাহ্‌র একত্বে কিংবা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতে এবং পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কেতাব বলে বিশ্বাস করে না ? অথচ, এই মর্মেই অর্ডিন্যান্সটি আহমদীদের কাছ থেকে একটা ঘোষণা চায় এবং তাহলেই তারা নাকি স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে পাকিস্তানে।

"যাহোক, অবিশ্বাস্য হলেও, অর্ডিন্যান্সটিতে এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আহমদীদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ঘোষণা ও প্রকাশ নাকি পাকিস্তানের অন্যান্য মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে তীব্র ও অসহ্য আঘাত দেয়। কাজেই আহমদীদের কোনও অধিকার নেই যে, তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্ এক, তার কোনও শরীক নেই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আল্লাহ্‌র সত্য নবী, এবং যে কোনও মূল্যে তারা তাঁর আনুগত্য করে যাবে। তাদের একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআন করীম, এবং এই কেতাবের মধ্যে অতি সামান্যতম রদবদলও সম্ভব নয় ; এবং তারা বিশ্বাস করে ফেরেস্তায়, বিশ্বাস করে যে কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী।

"যে অবস্থা চলছে, তার চাইতে কি বড় জুলুম কেউ কল্পনা করতে পারে? এতে তো সমস্ত স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত মূল্যবোধকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। এতে সভ্যজীবনের যাবতীয় নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শকে উল্টায়ে দেওয়া হয়েছে। ... ...

"এমতাবস্থায় খলিফাতুল মসীহ্-এর পক্ষে কী করে পাকিস্তানে থাকা সম্ভব, যখন পাকিস্তানের ভিতরের এবং বাইরের সকল আহমদীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সকল সুযোগ-সুবিধা হরণ করে নেওয়া হয়েছে? এর উদ্দেশ্য তো এটাই ছিল যে, সারা দুনিয়ার সকল আহমদীকে খেলাফতের কল্যাণ ও হেদায়েত থেকে মাহ্‌রুম রাখা। এরূপ একটা পরিস্থিতিকে আমরা কি করে মেনে নিতে পারি? "আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান যে দায়িত্ব আমার প্রতি ন্যস্ত করেছেন, তা সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে আমি তো সর্বদা চূড়ান্ত কোরবানী দিতে প্রস্তুত আছি এবং থাকবো। কিন্তু, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে পরবর্তী খলিফার জন্য কি আরও অধিক সমস্যার সৃষ্টি হতো না? এবং আসলে, খেলাফতের প্রতিষ্ঠানই কি (তাদের) আখেরী টার্গেট নয়?

"এই সংকটের মুহূর্তে আমার ব্যক্তিগত কোরবানী তো তেমন কোন কোরবানী বলে গণ্য হতো না; এতে বরং আমার তরফে নাদানী ও প্রজ্ঞাহীনতাই প্রকাশ পেত। বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং প্রাণবন্ত জাতিগুলি বড় বড় কোরবানী দিয়ে থাকে; কিন্তু তারা তাদের প্রতিটি ত্যাগের বিনিময়ে যথাসম্ভব বেশী ফায়দা হাসিল করতে চায়। এ কারণেই আমি আহমদীয়া জামাতকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন নিজেদেরকে সংযত রাখে। খোদা যখন চাইবেন এবং যখন সময় এসে যাবে, তখন আহমদীদেরকে শাহাদৎ বরণ করার জন্য ডাক দেওয়া হবে। দুনিয়া তখন দেখবে যে, শুধু জওয়ানরাই নয়, খোদার ফজলে ও মেহেরবানীতে, বৃদ্ধরা, বাচ্চারা এবং স্ত্রীলোকেরাও তাদের জান দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। তখন প্রতিটি মুখলেস আহমদী পূর্ণ ঈমানের সঙ্গে অগ্রসর হবে, সত্যের পথে তার কোরবানী তাকে মহিমান্বিত করবে, তার আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে সমুন্নত করবে। অবশ্য, অনিবার্যরূপেই সব ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মোনাফেক থেকে যায়, এবং আহ্‌মদীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে, এটাও ঠিক যে, বাইরের দুনিয়া এখন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারছে না যে, প্রতিশ্রুত মসীহ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কি অলৌকিকভাবে কোরবানীর আকাংখা সৃষ্টি করে গেছেন। ...

"খোদা সাক্ষী যে, আমি তাঁকে হাযের নাযের জেনে বলছি: "তোমার ইচ্ছা যদি এটাই হয় যে, আমার ফাঁসি হোক, তাহলে আমি সেই ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করেই ফাঁসিতে লটকিয়ে পড়বো। যদি তোমার ইচ্ছা এটাই হয় যে, আমার উপরে অত্যাচার হওয়া উচিত, তা হলে তোমার সে ইচ্ছা পূরণ করতে আমি এতটুকু দ্বিধা করবো না; এবং জামাতের জন্য আমি এমন নযীর স্থাপন করে যাব যে, তা চির অনুসরণযোগ্য হবে। কিন্তু বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় সেই ত্যাগ স্বীকারে আমার কতটুকু ফায়দা হবে। কাজেই, সিদ্ধান্ত এটাই গৃহীত হয়েছিল যে, পাকিস্তানে খলিফাতুল মসীহ্‌র জীবন বিসর্জন শুধু বৃথাই যাবে না, বরং তা আমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। কেননা, সে ক্ষেত্রে আন্দোলনের এবং খেলাফতের প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র এমন একটা সরকারের সম্পূর্ণ খেয়াল-খুশীর উপরে ছেড়ে দেওয়া

হবে, যারা তার ধ্বংস সাধনে কঠোরভাবে কৃতসংকল্প। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের নানা অশুভ চক্রান্ত রয়েছে, যা আজ আপনাদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে, এবং যা খোদাতায়ালা পূর্বেই কোন কোন কাশফের মাধ্যমে জানিয়েছেন। এবং আমাকে যে ধীশক্তি দান করা হয়েছে তার মাধ্যমেও জানিয়েছেন। গত সালানা জলসায় দেওয়া আমার প্রথম বক্তৃতার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, আমি জামাতকে পরিষ্কার ভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। তখন থেকেই সবরের সঙ্গে গভীর ও কাতর প্রার্থনার মধ্যেই দিন কাটছে। আমি খোদাতায়ালার কাছে নির্দেশ ও হেদায়েত প্রার্থনা করেছি যেন, আসন্ন ঘটনাবলীর জন্য আহমদীয়া জামাতকে প্রস্তুত করে তুলতে পারি : যেন অবহেলার দায়ে আমি দোষী না হই। কোন প্রকার আতংক যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে, আমি সাধ্যমত—যে গুণাবলী তিনি দান করেছে আমাকে, তার মাধ্যমে এবং কুরআন করীমে যে দৃষ্টান্তসমূহের উল্লেখ আছে বা যে সকল পথ ও উপায় অবলম্বন করার কথা বলা আছে সে সব উল্লেখের মাধ্যমে—আমি খবর পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যাদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন—আমি কী বলতে চেয়েছিলাম।

"নূহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাবের কাল থেকে নিয়ে রসুলে পাক (সাঃ)-এর যামানা অব্দি গোটা সময়টার প্রতি নযর দিলে যে কেউ একটামাত্র ধারাই দেখতে পাবে এবং তা হলো—যারা মৃত্যুকে বরণ করতে চেয়েছে, জীবন তাদেরকেই দান করা হয়েছে ; যারা দোযখের দুঃখযন্ত্রণা বরণ করতে প্রস্তুত ছিল, বেহেশতের বাগানসমূহ তাদেরকেই দান করা হয়েছে।"······

"আল্লাহতায়ালা, তাঁর ফজলে ও মেহেরবানীতে আমাদেরকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মাধ্যমে কোরআন শরীফ দান করেছেন, যার ভেতরে কোন কিছুরই অভাব নেই এবং যার ভেতরে ছোট বড় সব বিষয়েই হেদায়েত আছে। এই কেতাবে জটিল সমস্যাবলীকেও বিস্তারিত ভাবে ও সহজবোধ্য ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে।

"বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভবে আমি বিস্মিত হইনি। আমি ভালভাবেই জানতাম যে বিপ্লব দেখতে চাওয়ার আগে আমাদেরকে অতীতের ন্যায় কোরবানী দিতে হবে ; এবং কামিয়াবীর জন্য কোরবানীর শর্ত অপরিহার্য। বিলাসিতায় পা ঢেলে দেওয়া এবং দুনিয়াবী স্বার্থে নিমগ্ন হওয়া বিপ্লবের পথে বাধাস্বরূপ। কেননা বিপ্লব চায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ। একটি জাতিকে ট্রেনিং দানের মাধ্যমে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করতে হয়, যখন তার অস্তিত্বের প্রতিটি টুকরা, তার মাল-সামান সবকিছু সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয় ; আর এ সবই হচ্ছে বিপ্লব সংঘটনের পূর্বশর্ত। দিন কয়েক আগে, আমি মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নসীহতসমূহ পাঠ করার মধ্যে পূর্ণ প্রশান্তি বা এতমিনান হাসেল করেছি এবং আমি খোদার শোকর গোজারী করছি যে, আমি সঠিক পথ অনুসরণ করতে পেরেছি, এবং আমি মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এরাদা মাফিক আমার নির্দেশাবলী দান করতে পেরেছি।

"আমরা আহমদীরা বর্তমানে পাকিস্তানে যে নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছি, ইতিহাসের পাতায় তার কোনও নযীর নেই। খোদাতায়ালার দয়ায় এবং ফজলে, আমাদের জীবনধারনের প্রধান অবলম্বন রসুলে পাক (সা:) এবং কুরআন করীমের জন্য ভালবাসা। আমাদের কাছে সেই জীবনের মূল্য কী এবং কী-ই বা আকর্ষণ, যে জীবনে আমাদেরকে বাধাদান করা হয় কোরআন করীম তেলাওতে এবং ইসলামের পবিত্র রসুল (সা:)-এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে? একজন মুখলেস আহ্‌মদী তার হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে যে ভাষায় তা হলো: "আমাদের সমস্যা তো মৃত্যুর ভয় নয়; আসলে আমাদের যে ভয়, তা হচ্ছে—হয়ত আমাদেরকে এমন একটা জীবন যাপন করতে হতে পারে, যে জীবনে রসুল পাক (সা:)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা প্রকাশ করাকেই একটা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। এবং এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য আসল সমস্যা; অর্থাৎ এই বাধা-বিপত্তি থাকলে তার মধ্যে আমরা দিন কাটাব কি করে? ......

"এটাই আমাদের সমস্যা, যার প্রতি সারা দুনিয়ার জামাতের সামগ্রিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আমরা এক দেহ; আমরা প্রদত্ত নির্দ্দেশাবলী মোতাবেক কাজ করে যাব। দেহের এক অংশে একটা কাঁটা বিঁধলে সারা দেহে তার ব্যাথা অনুভূত হয়। অতএব, আমাদেরকে এক—ইউনিটরূপে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে এবং একই তসবিহ-মালার দানার ন্যায় থাকতে হবে, আল্লাহর একত্বের প্রতি আত্মনিবেদিত থাকতে হবে; আর আপনারা যদি আপনাদের বয়'আতের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তাহলে তো এটাই পথ, যে পথে আমাদেরকে চলতে হবে। সেই সময় পার হয়ে গেছে যখন আমি আপনাদের কাছে মাত্র এক হিস্যা চাইতাম, কিন্তু এখন এমন এক সময় এসে গেছে, যখন আমি আপনাদের কাছে আপনাদের সমস্ত কিছুই দাবী করছি। বয়অ'াতের কারণে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে, আপনাদের সব কিছুই তো আপনারা ডিক্রী করে দিয়েছেন; এখন আপনাদের নিজের বলতে আর কিছুই নেই। কোরআন করীমও বলে: আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের সমগ্র অস্তিত্ব ও সকল সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন। আপনারা যা কিনা ইতিমধ্যেই বিক্রী করে ফেলেছেন, তা তো আর আপনাদের নয়। আজ আন্তর্জাতিক মহা সংগ্রামের জন্য সব কিছুই প্রয়োজন পড়েছে। যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব বহু শতাব্দী দূরে আছে বলে মনে হয়েছিল, এখন তা কয়েক বৎসরের মধ্যে সূচিত হতে যাচ্ছে। আহমদীরা প্রত্যেকেই 'দায়ী ইলাল্লাহ'—আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারী, এবং তাদের সারাটা জীবন সেজন্য উৎসর্গীত। পার্থক্য তাদের মধ্যে শুধু এটুকু যে, তারা রুজি-রোজগারের জন্য দায়িত্ব পালন করে পৃথক ভাবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দাবী এটাই যে আমরা যেন সবাই বাজী ধরি যেন সবাই আমরা আমাদের সমগ্র শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, আমাদের সকল কর্মদক্ষতা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করি। আমাদের প্রকাশক্ষমতার সর্বোত্তম পদ্ধতি, আমাদের যাবতীয় সম্পর্ক ও সম্বন্ধ, আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার

শক্তিনিচয় আমাদের বিশ্রাম ও অবসর সময়ের সবটাই এখন একটি বারকোশে বা ট্রেতে করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার সামনে পেশ করে দিতে হবে। আমাদের এই শপথ নিতে হবে যে, দোওয়া-প্রার্থনাসহ আমাদের কর্মতৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের পাকিস্তানী ভাইদেরকে নির্মম নির্যাতনের নিষ্পেষণ থেকে উদ্ধার করতে পারি ; এবং যতক্ষণ না পাকিস্তানী জাতি এটা বুঝতে সক্ষম হয় যে, তারা যে পথ অবলম্বন করে চলেছে তাতে খোদার গযব তারা টেনে আনছে।...

"এই হলো, সংক্ষেপে, আমার বক্তব্য। দুনিয়াবী সব সংগঠন যে উপায়ে বিভিন্ন দুতাবাসের সম্মুখে প্রতিবাদ জানায়, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তার অনুসরণ (আমাদের পক্ষে) সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, দূতাবাসগুলোর কোন ক্ষমতাই নেই ; তাদেরকে দেওয়া নির্দেশ পালন ছাড়া তাদের আর করার কিছুই নেই। এটা কেবল পাকিস্তানের নয়, সারা দুনিয়ার সকল দূতাবাসের জন্যই প্রযোজ্য। দূতরা তাদের নিজ নিজ সরকারের মর্জি মোতাবেক তাদের কাজকর্ম চালিয়ে থাকেন। তাদের কোনও নিজস্ব এখতিয়ার দেওয়া হয় না। তবে, যারা ক্ষমতাসীন, তাদের উপরে আমরা লাগাতার চাপ সৃষ্টি করে যাব, যাতে আমরা তাদেরকে বুঝাতে পারি যে, তারা কী ধরণের নাদানীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। তারা যেন এটা ভুলে যেতে না পারে যে তারা যে সব অমার্জনীয় অপরাধ সংঘটিত করে চলেছে, তার দায়িত্ব তাদেরই। এজন্য করণীয় কি, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। প্রকাশ্য প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পাকিস্তানী বন্ধুদেরকে, দূতাবাসের কর্মকর্তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তাদের আহমদীদেরকে ভয় করার কিছু নেই। ...... আমরা সত্যিকারের মুসলমান এবং তা আল্লাহ্‌ই বলেছেন আমাদেরকে ; এবং এটাই গ্যারান্টি হিসাবে যথেষ্ঠ। কেননা, যে মুসলমান সে শান্তিপ্রিয়, সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। খোদার ফজলে আহমদী জামাত আইন মান্যকারী এবং শান্তিপ্রিয় জামাত ; এক্ষেত্রেও তারা আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসুলের (সাঃ) হুকুম-আহকাম সম্পূর্ণরূপে মেনে চলবে। আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারিত হয় কুরআন করীমের দ্বারা। অতএব, এটাই ওদের জন্য নিশ্চয়তা যে, আমাদের দিক থেকে তাদের কোনও বিপদ আসবে না। আমরা মুসলমান, আর মুসলমানরা অপরের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে না। আমরা দুঃখের রাতে, খোদাতায়ালার কাছে, আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি। এবং তাঁর কাছেই আমরা আমাদের সকল সমস্যার কথা, সমস্ত দুঃখ-যাতনার কথা পেশ করি। তিনি প্রভূ, এবং আমরা পুলিশ হিসেবে নিযুক্ত হইনি, আমরা নিরুপায়। তবে প্রভূকে যখন জানানো হয়, এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে যখন আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করি, তাঁর ইচ্ছার তলে মাথা পেতে দিই তখন, মসীহ মওউদ (আঃ) এর কথায়, 'সৃষ্টির সাধ্য কি যে, স্রষ্টার মোকাবেলায় খাড়া হয়?' এটাই পথ, এ পথই অনুসরণ করতে হবে, রক্ষা করতে হবে এবং বজায় রাখতে হবে।

'রসুল পাক (সাঃ)ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। সংকটের সময়ে রসুলে পাক (সাঃ)-এর এবং অন্যান্য নবীগনেরও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কর্তব্য। আমি সময় সময়. নির্দেশ জারি করবো এবং আমার কাজকর্মে সহায়তা করার জন্য আমি কমিটি গঠন করবো। প্রয়োজনমত লোকজন ঠিক করা হবে, এবং কেবল ততটুকুই প্রকাশ করা হবে. যতটুকু করা প্রয়োজন। আমি তিন মাস থাকবো ভাবছি, মাস চারেকও হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে আমি সম্ভবত আফ্রিকা সফরে যাব। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে পয়গাম বা বক্তৃতা, তা যত বিশদই হোক না কেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগের চাইতে অধিকতর ফলপ্রসূ হয় না। এজন্যই, আমি হল্যাণ্ডে কিছু সময় কাটিয়ে এসেছি ; কেননা সেখানকার জামাত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। দিন কয়েক থাকার ফলেই এবং একত্রে কথাবার্তা ও কাজকর্ম করার ফলে তাদের মনে এত্‌মিনান ফিরে এসেছে। ... ...

"আমি রমজান পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থেকে যেতে পারি। আমার সঙ্গে সময় কাটাবার জন্য আপনাদের যে আগ্রহ, তা বুঝতে পারলেও, এবং আমরা নিজেরাও আপনাদের সঙ্গে সময় কাটাবার একান্ত ইচ্ছা সত্বেও, নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে হয় জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো যে, আপনারা যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে না চান। আপনারা আমার প্রতি আল্লাল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে স্নেহ-মহব্বত পোষণ করেন তার জন্য আমি পরম মানসিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করি। আফসুস যে, এই আনন্দ আমাকে প্রয়োজনের তাকিদে বিসর্জন দিতে হচ্ছে যাতে করে, যে বিশেষ কাজ আমি নিজের জন্য ও জামাতের জন্য হাতে নিয়েছি তার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখতে পারি। প্রয়োজনে আমি যাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইব, তাদেরকে ডেকে পাঠাব। অবস্থা বদলে গেলে, ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা আবার একত্রে মেলামেশা করতে পারবো। আমি কখনও কোন সাক্ষাৎপ্রার্থীকে না করতে পারি না ; তাই আমার অনুরোধ, যেন আপনারাই সাক্ষাতের জন্য কোনও অনুরোধ না করেন।...

"আপনারা বুঝতে পারবেন যে অনেক সময় অনেক কিছু গোপন রাখতে হয়। এটা আঁ-হযরত (সাঃ) এরই একটা সুন্নত। গোপনীয়তার ব্যাপারে তিনি অন্যান্য নবীদের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতেন। এমনিতে গোপন সভা কোন খারাপ নয়, কিন্তু কোন গোপন সভা যদি কারো ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে, ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যেই, অনুষ্ঠিত হয় তবে তা হবে জঘন্য কাজ; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গোপনে পরিকল্পনা করলে তা অবশ্যই জায়েজ হবে। যদি কাউকে গোপনীয় কোন কাজের বা কোন সংবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে অবশ্যই তাকে সেই গোপনীয়তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে হবে। ....

"আমি এখন দুয়েকটি সত্য স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের কথা বলবো—যেগুলি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরে এক সময়ে আমি মসীহ মওউদ (আঃ) এরও একটি কাশ্‌ফের কথা বলবো যা বর্তমান ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আপাততঃ জামাতের কোন কোন বন্ধুর দেখা কয়েকটি স্বপ্নের কথাই বলবো। ইলাহী নির্দেশ নানা উপায়ে লাভ করা যায়। যারা স্বপ্ন দেখে, তারা তার তাবির-তাৎপর্য প্রায়ই বুঝতে পারে না। এমন কি,

কেবল আমারই জন্যে সেগুলি বহু তথ্য ও সুসংবাদে ভরপুর থাকে, এবং যা কিনা আবার অন্য আর এক ব্যক্তির অনুরূপ স্বপ্নের মধ্য দিয়েও সাব্যস্ত করা হয়, কনফার্ম হয়।……

"আমি খলিফাতুল মসীহ হওয়ার পর থেকে আজও অব্দি কোনও একটা স্বপ্নেও আমার নিজেকে গোলাপ ফুলের সঙ্গে জড়িত দেখিনি। অথচ, সম্প্রতি, আমি একই দিনে দুটো চিঠি পেয়েছি, একটা পাকিস্তান থেকে, আরেকটা বাইরে থেকে। চিঠি দুটোতে তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে তাঁরা মনে করছেন তাঁরা বিপদে পড়েছেন, এবং তার পর পরই তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে, একটি বিস্তীর্ণ এলাকা গোলাপের ফুলে ভরা। খোদাতায়ালা দু'জন আলাদা ব্যক্তিকে একই স্বপ্ন দেখায়েছেন যাতে আমি সুনিশ্চিত হতে পারি যে এটা কোনও কাকতালীয় ব্যাপার নয়! খোদা আমাকে প্রায় সময় অপরাপর মুমিনদের মাধ্যমেও বার্তা ও পয়গাম পাঠিয়ে থাকেন। লুত (আঃ)ও একই উপায়ে খবরাখবর লাভ করেছেন। (সুরা হিজ্‌র)

"একই ভাবে আমি বেশ কিছু পয়গাম পেয়েছি, যার মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে আসন্ন বিপদের সংবাদ এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার হেফাজতের নিশ্চয়তার সংবাদও দেওয়া হয়েছিল। এসবের মধ্যে এই ইংগিতও ছিল যে যারা অপকর্ম থেকে বিরত হবে না তারা খোদার গজবে পড়বে। সুতরাং আমাদের উচিত হবে যে, আমরা যেন খুব গভীর বিনয় ও একাগ্রচিত্ততার সঙ্গে পাকিস্তানী জাতির জন্য দোয়ায় রত থাকি।……

"প্রতিশোধ আমরা অবশ্যই চাই। কিন্তু আমাদের সেই প্রতিশোধের প্রকৃতি হবে ঠিক তেমনিই যেমনটি হয়েছিল রসুলে পাক (সাঃ)-এর বেলায়—যার ফলে, ঘোরতর দুষমনও ঘনিষ্টতম ও প্রিয়তম বন্ধুতে এবং অনুসারীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল আঁ-হযরত (সাঃ) এর প্রতিশোধ, এবং এটাই আমরাও নিতে চাই। এইরূপ মধুর প্রতিশোধের প্রসঙ্গে আমাকে আঁ-হযরত (সাঃ) এর একজন সাহাবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সাহাবীকে রসুলে পাক (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে বলা হয়েছিল। এতে তিনি দৃশ্যতঃ বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। বার বার অনুরোধ করার পর তিনি স্বীকার করেন যে, মুসলমান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের প্রতি এত তীব্র ঘৃণা পোষণ করতেন যে, তার প্রতি তিনি চোখ তুলে তাকাতেও পারতেন না।……

"প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে, আমাদেরকে তা নির্বাচিত করতে হবে কুরআনের মাপকাঠিতে এবং তা হচ্ছে এই যে, ঘৃণাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করতে হবে। এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে এই অনুপম পুরস্কার শুধু তাদেরই জন্য নির্ধারিত আছে যারা ধৈর্যশীল। কেউ যখন কারও ভাইকে একটা ছুরি দিয়ে জবাই করতে থাকে, তখন এটা তো কল্পনা করাও দুঃসাধ্য যে সে ঐ ঘাতকের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করবে। বরং এর উল্টোটা হওয়াই স্বাভাবিক। এ ধরণের অবস্থায়ও আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে, এবং চরম সংযম অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এই ধরণের উস্কানীর মুখে দোয়া করলে তা কবুল না হয়ে পারে না।

প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর (সাঃ) উজ্জল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই আপনাদের কর্তব্য।......
এই রকম পরিস্থিতিতে রসুলে পাক (সাঃ)-এর দোয়ার মোজেজা সংঘটিত হতো। আপনাদের

"আমি এখন দুটো স্বপ্নের কথা বলবো। যার সম্পর্কে এটা কিছুতেই বলা যাবে না যে, এগুলোতে অবচেতন মনের ক্ষীনতম কোন চিন্তা-ভাবনারও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এগুলো পরিষ্কার ঐশী সংবাদ। এতে হতাশারও কোন কারণ নেই। আমরা রোদন করি, আর্তনাদ করি ; কিন্তু তা কোনও হতাশার কারণে নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে সুদৃঢ় সংকল্প দান করেছেন। পৃথিবীর সকল শক্তি যদি আহমদীয়াতের সঙ্গে টোক্কর খায়, তাহলে কোনও সন্দেহ নেই যে তারা টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। খোদাতায়ালা আমাকে আমার কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস ও সংকল্প দান করবেন, আমি কখনই পিছপা হব না। আমি মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী, এবং মসীহ মওউদ (আঃ) এরও। আমার ধমনীতে কাপরুষতা লেশমাত্র নেই। কাপরুষতার কারণে, আমি আপনাদেরকে আটকিয়ে রাখছি এবং সংযম অবলম্বন করতে বলছি, তা নয়। আমি তা বলছি সুন্নাহ্‌র সর্বোত্তম শিক্ষার জন্যে এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার জন্যে। সে জন্যই আমি আপনাদেরকে অসঙ্গত কিছু করতে বারণ করছি। যে পথে আমি অগ্রসর হচ্ছি, তা অনুসরণ করা কোন কাপুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিশোধের প্রচলিত ধারণাকে নাকচ করতে হলে চাই, সাহস, চাই সংকল্প। যাঁরা আঁ-হযরত (সাঃ) এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাঁদেরকে পবিত্র কোরআন এই নিশ্চয়তা দান করে যে, তারা কখনই নষ্ট হবেন না যদি তারা রসুলে পাক (সাঃ) এর মত ধৈর্য ধারণ করেন।...

"আমি যে স্বপ্নের কথা বলছি তা আপনাদের মনে হতাশা সৃষ্টির জন্যে নয়, সাহস সঞ্চারের জন্য। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি আমাদের মনে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু পাকিস্তানে এমন একজন আহমদীও নেই যে, সে ভীতি প্রকাশ করেছে। এমন কি, যখন বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পেছনে সমস্ত সরকারী মদদসহ আমাদেরকে মেরে ফেলবার, ধ্বংস করে দেবার হুমকি দিচ্ছিল, আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিল, তখনও আমাদের কচি কচি ছেলে-মেয়েরা বরাবরের মতই হেসে খেলে প্রফুল্লচিত্তে ঘরের বাইরে বের হতো।...

"সপ্তাহ দুয়েক হলো, আমাদের সদর দপ্তরের একজন খাদেম একটা স্বপ্ন দেখেন, যার মধ্যে জামাতের জন্য পয়গাম আছে। তিনি দেখেন যে, আমি একটি কূয়া খনন করছি, একাই। গর্ত বেশ গভীর হয়েছে, কিন্তু আমি খুঁড়েই চলেছি। এক পর্যায়ে, নাযির খাদেম (নাযির অর্থ— সতর্ককারী, কাজেই তা বিপদের ইঙ্গিতবহ) নামে এক ব্যক্তি আমাকে বলছে যে, মোল্লারা ভীষণ গালাগালি করছে এবং কূয়া খোঁড়ার কাজ বন্ধ করতে বলছে। আমি সাংঘাতিক রকম ঘামছিলাম, তবু খুঁড়েই যাচ্ছিলাম, উপরে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করছিলাম না। শুধু বললাম—তারা যা খুশী বলুক গে, আমি পরোয়া করি না।

খোদা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি তা পালন করে যাবো এবং আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি এ দায়িত্ব সমাধা করবো। ইতিপূর্বে, একেক জনে একেক দিনে পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট পর্যন্ত খুঁড়তো, কিন্তু এখন দিনে হাজার হাজার ফুট খুঁড়তে হবে। একটু থেমে বললাম—"এখন সময় এসে গেছে, এখন আমাকে এক এক দিনেই লক্ষ লক্ষ ফুট খুঁড়তে হবে।" এই বলে আমি আবার খুঁড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর আমাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তলদেশে পেঁাছাইবার পর আমি দেখি যে, আমি একা নই, বরং আমার সঙ্গে নানা জাতির নানা বর্ণের লোকজন এবং তারা সবাই অতি আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে খনন কার্যে নিয়োজিত। পানির স্তর বের না হওয়া পর্যন্ত খোঁড়ার কাজ চললো কিন্তু পানির বদলে বের হলো একটি মৌচাক, এবং তা থেকে প্রচুর মধু ঝরছিল। আর সেই মধুর প্রত্যেকটি ফোঁটা একটি সুন্দর ও উজ্জ্বল মুক্তা-বিন্দুতে পরিণত হচ্ছিল। তিনি বললেন, এত সুন্দর মুক্তা তিনি জীবনে আর দেখেন নি (সন্দেহ নেই—এই স্বপ্নে শুভ সংবাদ নিহিত আছে)। আমি তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে বললাম : আমাদের থামলে চলবে না, খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে গভীরতায় পোঁছে যাই, যেখানে ইব্রাহীম (আঃ) কাবার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এতে এই ইংগিতই করা হয়েছে যে, ইসলামের তবলীগে আমাদের প্রাথমিক মিশনের সামনে কত মহান লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। ...

"এখন আর দিনে পঞ্চাশ/ষাট জন করে লোক আমাদের জামাতে যোগ দিলেই আমরা খুশী থাকতে পারিব না। আমাদের দরকার এখন হাজার হাজার লোকের, না লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে বয়'আত গ্রহণ করে প্রতিদিন আমাদের জামাতে যোগদান করুক—এটাই আমরা চাই। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র ঘর নির্মীত হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য যতদিন না সফল হচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে খোদাতায়ালার তৌহীদ যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন ক্ষান্ত হব না আমরা।......

"সৈয়দা মেহের আপা (মুদ্দা জিল্লুহা) আর একটি স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি দেখেছেন যে, কাদিয়ানে কসরে-খেলাফতের মধ্যের কামরায় আমি সিজদারত অবস্থায় আছি, এবং বহু দীর্ঘ –দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হচ্ছে। তিনি দেখলেন, আমার চোখের পানিতে একটা সরোবরের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা উপচে পড়ে একটি ছোট নদীর মত হয়ে প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অকস্মাৎ, অশ্রু বিন্দু গুলি সুন্দর সুন্দর মুক্তার আকার ধারণ করলো। এরপর তিনি দেখলেন— হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করেছেন; তাঁর দিকে ফিরে মেহের আপা বললেন, "দেখুন কি কাণ্ড!"......

"আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আপনাদের চোখের আঁসু কী সুন্দর মুক্তা হয়ে ঝরছে? যার অর্থ সাফল্য। মধু, সে তো জামাতে আহমদীয়ার রক্ত ঝরছে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, এবং যা মানবজাতির জন্য নিরাময়কারী। আল্লাহ্ তো আমাদের ললাটে সাফল্য লিখে দিয়েছেন, দুনিয়াতে এমন কোনও শক্তি নেই যা সেই লিখন পাল্টাতে পারে; সেটা আদৌ অসম্ভব। আপনারা আপনাদের বয়'আতের অঙ্গীকার পূরণ করুন, এবং জেনে রাখুন

যে, চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত। আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে আমার জান, যদি আপনারা সম্পূর্ণরূপে আমার এরাদা মাফিক চলেন, আমার নির্দেশ পালন করেন এবং কোন বরখেলাফ না করেন এবং আহমদীয়াতের বিজয়ের উদ্দেশ্যে সমস্ত কিছু কোরবানী করেন, তাহলে নিশ্চয়ই জানুন, আপনারা কামিয়াব হবেন। দুনিয়াতে এমন কোন শক্তি নেই, যা আপনাদের বিজয়কে ঠেকাতে পারে। এখন সময় এসেছে, আপনাদেরকে অতি দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। এমন কি কখনও ঘটেছে যে, জামাতের বিরোধীতা বেড়েছে, আর জামাত তার দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে? নিশ্চয়ই ঘটেনি। বিরোধীতার প্রত্যেকটি ঘটনার পর জামাত আরও বেশী শক্তিশালী হয়েছে! এটা ঠিক যে, অতীতে বিরোধীতা কখনই এত বেশী গোঁড়া, কট্টর, নিষ্ঠুর ও জঘন্য ছিল না, কিন্তু এটাও ঠিক যে, খোদার তরফ থেকে এবারে যে সাফল্য আসছে তারও কোন পূর্ব নযীর পাওয়া যাবে না। আপনারা যদি মসীহ মওউদ (আঃ) এর হেদায়েত মত চলেন এবং সবর এখতিয়ার করেন তাহলে প্রত্যেক দিন মোজেজা দেখতে পাবেন। ফেরেশ্‌তাদের পাখায় পাখায় খোদার সাহায্য নেমে আসবে, এবং তারা অকল্পনীয়ভাবে সমস্ত কাজ সমাধা করে দিবে।

'বস্তুতঃ, আমি তো সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে এক রকম উপভোগই করছি। কেননা, আমরা যখন আমাদের সমস্ত কিছুই ছেড়েছি এবং তা আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছি, তখন আর আমাদের লুট হবার ভয় কি? তাঁর খাতিরে দেওয়া কোরবানীর কারণে আমরা তো এখন সন্তুষ্টি ও আনন্দ লাভ করবো। আমাদেরকে অবশ্যই সাহসী থাকতে হবে এবং অন্যদেরকে সাহস জোগাতে হবে। আমরা কোন ভাবেই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দৃষ্টান্ত থেকে তিল পরিমাণও বিচ্যুত হব না। আমাদেরকে অবশ্যই খোদার তৌহীদের উপরে মানবজাতির ঈমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পাকিস্তানে সবচেয়ে সাধারণ সর্বাপেক্ষা অসহায় যে আহমদী তারও যদি কোনও ক্ষতি সাধিত হয়, তাও আমাদের হৃদয়কে গভীর ভাবে আঘাত করবে। যে রক্ত ঝরছে, সেই রক্তের ফল এবং আমাদের দোয়ার ফল ফলবেই। আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে কাতর নই। খোদা যার সঙ্গে আছেন, তার আবার ভয় কিসের।

এই সব দুঃখকষ্টের ঘটনাবলী দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে। খোদার ফজলে, আমরা বিজয়ের ডিক্রী পেয়ে গেছি। খোদা আমাদের হাফেজ ও নাসের। তিনি আমাদেরকে যেন সাহস দান করেন, জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন; এবং যেন সেই সব কাজ করার তৌফিক দান করেন যা করলে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর মহব্বত ভরা নেক নযর রাখেন।"

তরজমা: **শাহ মুস্তাফিজুর রহমান**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

[২০শে জুলাই, ১৯৮৪ ইং মসজিদে ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহুদ ও তায়াউয ও সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুজুর, কুরআন করীম হইতে সুরা হুজরাতের নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন :

قالت الاعراب امنا - قل لم تومنوا ولكن قولوا
اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم وان تطيعوا الله
ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا - ان الله غفور
رحيم ٥ (الحجرات--١٥)

(অর্থাৎ-"(বেদুঈন) আরবেরা বলে, আমরা ঈমান আনিলাম। তুমি তাহাদিগকে বল যে, তোমরা সত্যিকার অর্থে ঈমান আন নাই। তবে তোমরা বল যে, আমরা মুসলমান হইয়াছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই এবং যদি তোমরা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের খাঁটি আজ্ঞানুবর্তীতা কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের কোন সৎ কার্য্যকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" —অনুবাদক)

অতঃপর বলেন : সম্প্রতি আহমদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে যে অর্ডিন্যান্সটি (অধ্যাদেশ) জারী করা হইয়াছে উহা কাদিয়ানীদের (আহমদীদের) অমুসলমানী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ। ইহার লক্ষ্য হইল কাদিয়ানীদিগকে অমুসলমানী কার্য্যকলাপ হইতে বিরত রাখা। অধ্যাদেশটি অনুযায়ী সর্বপ্রথম অমুসলমানী কার্য্যকলাপ হইল আযান দেওয়া। যদি কোন অমুসলমান আযান দেয় তাহা হইলে উহাকে অমুসলমানী কার্য্যকলাপ বলিয়া অভিহিত করা হইবে। অতএব অমুসলমানদিগকে অমুসলমানী কার্যাকলাপের অনুমতি দান করা যাইতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদিগকে অমুসলমানী কার্য্যকলাপের অনুমতি দান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় অমুসলিম কার্যকলাপ হইতেছে এই যে, কাদিয়ানীরা নিজদিগকে মুসলমান বলে। অধ্যাদেশটি অনুযায়ী নিজেকে মুসলমান বলা একটি অত্যন্ত বড় ধরনের অমুসলমানী কার্য্যকলাপ। যেহেতু ইহা একটি অমুসলমানী কার্য্য, অতএব ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে অমুসলমানদিগকে অমুসলমানী কার্য্যের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না

এবং মুসলমানদিগকে এই অমুসলমানি কার্য্যের অনুমতি দান করা যাইতে পারে। অনুরূপ ভাবে এই যুক্তিতো ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

এই মূহূর্তে ইহার বিস্তারিত বিশ্লেষণে আমি অধিক কিছু বলিতে চাহি না। এই ভূমিকা এই জন্য দিয়াছি যে, যখন আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইল যে, ইহাই যদি অমুসলমানী কার্যকলাপ হয় তবেতো ইহা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কেননা তাহা হইলে তো সকলকেই এই জাতীয় অমুসলমানী কার্যকলাপ হইতে বিরত রাখা উচিত। মুসলমানদিগকেও বিরত রাখা উচিত। কেবলমাত্র কাদিয়ানিদিগকেই এই জাতীয় অমুসলমানী কার্য্যকলাপ হইতে বিরত রাখার জন্য কেন বিশেষভাবে বাছিয়া লওয়া হইল? এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পাকিস্তান সরকার একটি শ্বেত-পত্র প্রকাশ করিল। অবশ্য শ্বেত-পত্র না বলিয়া ইহাকে মিথ্যার একটি ঝুড়ি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে জঘন্যভাবে আমাদের হৃদয়ে আঘাত হানা হইয়াছে এবং হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের প্রতি নেহায়েত বাজে ও জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে। ঐগুলির কোন ভিত্তি নাই। ঐগুলি না কুরআন ভিত্তিক, না সুন্নত ভিত্তিক অতএব ইহাকে কৃষ্ণ-পত্র নামে আখ্যায়িত করা উচিত। ইহাকে শ্বেতপত্র নাম দেওয়ার কোন অবকাশই নাই। বরং ইহাকে White paper (শ্বতপত্র) না বলিয়া White Lies (নির্জলা মিথ্যা) বলাই শ্রেয়ঃ। White Lies প্রবাদের আলোকে যদি ইহাকে White Paper বলা হয় তাহা হইলে অবশ্য কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। বস্তুতঃ এই অর্থে ইহা শ্বেতপত্র।

যদিও এই শ্বেতপত্র দ্বারা আমাদের হৃদয়ে মারাত্মক আঘাত হানা হইয়াছে, তথাপি এই দিক হইতে আমি আনন্দিত যে, পাকিস্তান সরকার অবশেষে অধ্যাদেশটি সম্বন্ধে মুখ তো খুলিল এবং ইহার ফলে আহমদীয়া জামাত উত্তর দান করার একটি সুযোগও লাভ করিল। কিন্তু উক্ত শ্বেতপত্রটি এই ভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, উহাতে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সাল্লামের পুস্তকাদি হইতে এইরূপ মনগড়া বরাত দেওয়া হইয়াছে যাহা তিনি অন্য কোন উপলক্ষে এবং অন্য কাহারও জন্য ও অন্য কোন প্রসংগে ব্যবহার করিয়াছেন। শ্বেতপত্রে ঐ বরাতগুলি এমনভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যাহার দ্বারা এই কথা বুঝানোর চেষ্টা করা হইয়াছে যে, ইহাতে মুসলমানদের জন্য ভয়ানক মনঃকষ্টের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে যে সকল মূল পুস্তক হইতে এই বরাতগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে ঐগুলি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। কিন্তু শ্বেতপত্রটি প্রচার করা হইতেছে, যাহাতে মুসলমানদের মনঃকষ্টের কারণগুলি পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা যায়। কিন্তু মূল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া কাহারও পক্ষে ইহা জ্ঞাত হওয়ায় উপায় নাই যে, প্রকৃতপক্ষে মনঃকষ্টের আদৌ কোন কারণ ঘটিয়াছে কিনা। কোন একজন কবি অতি সুন্দররূপে বলিয়াছেন যে: سنگ و خشت مقید اور سگ ازاد অর্থাৎ "ঢিল ও পাটকেলগুলিকেতো অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছে, কিন্তু কুকুরগুলিকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে"। কল্পিত মনঃকষ্টের কথাতো ফলাও করিয়া প্রচার করা হইতেছে, কিন্তু

উহার উত্তরে আমাদের পক্ষ হইতে বক্তব্য রাখার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা আনন্দিত হইতাম যদি ইহার উত্তর দেওয়ার সুযোগ আমরা পাকিস্তানে লাভ করিতাম। কিন্তু আল্লাহতায়ালার ফজলে বহির্বিশ্বে আমরা নিশ্চয়ই এই সুযোগ লাভ করিব। পাকিস্তান সরকারের আইন কতগুলি দেশে আমাদের মুখ বন্ধ করিতে পারিবে? প্রকৃতপক্ষে বিস্তৃত স্বাধীন দুনিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তথা হইতে আওয়াজ উঠিতে পারে এবং নিশ্চয়ই উঠিবে ও তাহা বিস্তার লাভ করিবে।

পৃথিবীর যে সকল এলাকায় পাকিস্তান সরকার এই শ্বেতপত্রটি বিতরণ করিয়াছে ঐ শ্বেতপত্রের প্রতিটি শব্দের ও প্রতিটি বাক্যের উত্তর প্রস্তুত করিয়া ইনশাআল্লাহ্ আমরাও ঐ সকল এলাকায় বিতরণ করিব। উহার কিছু কিছু তো আমি আমার খোৎবায়ও বর্ণনা করিব, যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি যাহাদের পড়াশুনা করার বেশী সুযোগ ঘটেনা, কিন্তু যাহারা খোৎবা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকে, তাহাদের নিকটও আমাদের বক্তব্য পৌঁছিয়া যায়। ইহার ফলে আহমদীদের হস্তে আত্মরক্ষার কিছু অস্ত্র পেঁৗছিয়া যাইবে। নিরক্ষর আহমদীরাও যখন মনোযোগ সহকারে খোৎবা শ্রবন করে তাহারাও তখন উহার অনেকাংশ বুঝিতে পারে। অতএব তাহারা এই ব্যাপারে উত্তম সুযোগ লাভ করিবে। যেহেতু বিষয়টি সুদীর্ঘ হইতে পারে এবং যেহেতু খোৎবায় অন্যান্য জরুরী বিষয়ের উপরও আলোকপাত করিতে হয়, এই জন্য যদি ইহার কিছু অংশ বাকী থাকিয়া যায় উহা প্যামলেটের আকারে প্রকাশ করা যাইবে। বিষয়টি খোৎবায় আলোচনা করিলেও সম্পূর্ণ বিষয়টি প্যাম্‌লেটের আকারে ছাপানো হইবে। কিন্তু তৎপূর্বেই খোৎবার আকারে বিষয়টি সকলের নিকট পেঁৗছিয়া যাইবে। অতএব, কোন প্রকারের ফাঁক থাকিতে দেওয়া হইবে না, ইনশাআল্লাহ্।

অমুসলিম দুনিয়াকে বুঝাইবার জন্য পাকিস্তান সরকার যে কলা কৌশল অবলম্বন করিয়াছে উহাও সরাসরি মিথ্যা, অযৌক্তিক ও নেহায়েত হীন কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাপারে যে সকল দেশ হইতে আমরা বিভিন্ন তথ্য অবগত হইয়াছি উহার আলোকে উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। বেশী সময় কাহাকেও মিথ্যার ধূম্রজালে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাহাদের অপকৌশলের একটি দৃষ্টান্ত News Week এ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা এই যে, পাকিস্তানের একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা নিজেদের অধ্যাদেশের সমর্থনে বলিয়াছেন যে, দেখুন, ইহাতো খুবই যুক্তিযুক্ত যে কিভাবে একজন অমুসলমানকে এই অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে যে, সে মুসলমানের ছদ্মবেশে ও মুসলমানের বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজকে মুসলমান জাহের করিয়া মানুষকে ধোকা দিতে থাকিবে? এই ধোকাবাজদের ধরিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের কর্তব্য। অমুসলিম পৃথিবীর সম্মুখে তাহারা এইরূপ একটি তথাকথিত যুক্তিপূর্ণ দলিল উপস্থাপন করিয়াছে। এই দলিলের সংগে কোর-আন ও সুন্নতের লেশমাত্র সম্পর্কও নাই।

তাহারা ইহাও জ্ঞাত নয় যে, কোন মুসলমান তাহাদের অধ্যাদেশটির যৌক্তিকতা আদৌও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা। জনগণকে কেবল মাত্র এতটুকু বলা হইয়াছে যে, আমাদের

সরকার কাদিয়ানীদের ব্যাপারে ফয়সালা গ্রহণ করিয়াছে। একটি সংসদের বরাত দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত সংসদ এই ফয়সালা গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জন্য এই ব্যাপারে তাহাদের কোন অপরাধ নাই। তাহারাতো উত্তরাধিকার সূত্রে এই ফয়সালা লাভ করিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য হইল এই যে, যেহেতু আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে এই ফয়সালা লাভ করিলাম যে অমুক জামাত অমুসলমান, তখন এই ফয়সালাকে বাস্তবায়িত করাই ছিল আমাদের কাজ এবং আমরা তাহাই করিয়াছি। ইহার চাইতে অধিক কিছুই আমরা করি নাই। এই তথাকথিত সহজ যুক্তির দলিলতো আমরা মানুষের নিকট পেশ করিতেছি। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে এত ঠুন্‌কো, অযৌক্তিক ও বাজে কথা নিহিত আছে যে, যখন আমরা এই সকল কথা মানুষের নিকট পৌঁছাইতে আরম্ভ করিব (এবং পৌঁছাইতে আরম্ভ করিয়াছি), তখন কি করিয়া ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে এই সকল ধোকা ও প্রতারণার দলিল বেশী দিন টিকিয়া থাকিবে ? টিকিয়া থাকার প্রশ্নই উঠে না।

সর্বাগ্রে উপরোক্ত সংসদের ক্ষমতা ও মর্যাদার কথা কিছু শ্রবণ করুন। ইহা ঐ সংসদ, যাহার সম্বন্ধে বর্তমান পাকিস্তান সরকার নিজেই একটি শ্বেত-পত্র প্রকাশ করিয়াছে ও এই শ্বেতপত্রের মাধ্যমে সংসদের সকল সদস্যের মুখ কালো করিয়া দিয়াছে ; উক্ত শ্বেতপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই সংসদের সদস্যদিগকে মুসলমান বলাতো দূরের কথা, তাহাদের মধ্যে একজনও সভ্য ও মার্জিত মানুষ বলিয়া সাধারণভাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। উক্ত শ্বেতপত্রে প্রত্যেক সংসদ-সদস্যের নাম পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ পূর্বক তাহাদের অপকীর্তির বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং উহা ছাপাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের বর্তমান সরকার উক্ত সংসদকে রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং ইহা নাকি তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল। যে সংসদের ছিল এমনিতরো অবস্থা ঐ সংসদ শরিয়ত সম্পর্কীয় একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিল এবং ইহা করার ক্ষমতাও নাকি তাহাদের ছিল, কেননা তাহারা সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিল। উক্ত সংসদের সদস্যরা ঘোষণা করিল যে, আহমদীয়া সম্প্রদায় অমুসলমান। পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের যুক্তি হইল এই যে, আমরাতো উক্ত সংসদের পাবন্দ ! অতএব নিশ্চয়ই আমাদিগকে আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পাবন্দী করা উচিত ! তাহা হইলে যে সংসদের মর্যাদা এই ছিল যে, উহার সদস্যরা তাহাদের (বর্তমান সরকার)-এর নিকট সভ্য মানুষ বলিয়া বিবেচিত হওয়ার যোগ্যও ছিল না, তাহাদের ফয়সালার নিকট মস্তক অবনত করা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয় কি ? ইহার চাইতেও তাহাদের ফয়সালার অধিক আশ্চর্য্যজনক দিকটি হইল এই যে, পূর্ববর্তী সরকার অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে আইনটি প্রণয়ন করিয়াছিল তাহারা ঐ আইনটি শাসনতন্ত্র সমেত নাকচ করিয়া দিল। কিন্তু এখন তাহারা সংশোধনীকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের আইনকেতো নাকচ করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু ১৯৭৪ সালের সংশোধনীকে বলবৎ করা হইল ! যাহা হউক, সংসদকে কোন না কোনভাবে সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ তো বটেই !

উপরোক্ত ব্যাপারটি আমাদিগকে কোন একজন মহিলার একটি মজার ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্ত মহিলা রোযার মাসে সেহেরীর সময় উঠিয়া খাইতেছিল। কোন এক ব্যক্তি ইহা জানিত যে ঐ মহিলা রোযা রাখে না। ঐ ব্যক্তি বলিল, "বিবি, তুমিতো রোযা রাখনা। কিন্তু সেহরীর সময় উঠিয়া খাও কেন?" সে বলিল, "রোযা রাখি না ঠিকই। কিন্তু রোযার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিয়া কি কাফের হইয়া যাইব? অন্তত খাওয়ার কর্তব্যটাতো আমার আদায় করা উচিৎ।" বস্তুতঃ সে ইফতারীও করিত এবং সেহেরীও করিত এবং এই দুইটির মধ্যবর্তী সময়ে খাওয়া-দাওয়াও করিত। এইভাবেই পাকিস্তানের বর্তমান সরকার উক্ত সংসদকে সম্মান প্রদর্শন করিল যে, উহার দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্রের এক কানা কড়ি মূল্যও তাহারা দিলনা। কিন্তু সংশোধনীর প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করিল। ইহার মধ্যে আরো একটি ধোকা ও প্রবঞ্চনা নিহিত আছে যে, সংশোধনী সহ গোটা শাসনতন্ত্র নাকচ করিয়া দিয়া অধ্যাদেশের মাধ্যমে পুণরায় সংশোধনী বলবৎ করা হইল। ইহাতো এক ব্যক্তির ফয়সালা। সংসদের ফয়সালারতো এখন যবনিকা পতন হইয়াছে। যখন গোটা আইনটি বাতিল হইয়া গেল এবং সংশোধনীও একবার বাতিল হইয়া গেল, তখন অধ্যাদেশটি জারী করা হইল। তাহা হইলে এখন ইহার আইনগত মর্যাদা এই যে, ইহা এক ব্যক্তির ফয়সালা। এই সত্য যখন দুনিয়ার সম্মুখে উদঘাটিত হইয়া পড়িবে তখন দুনিয়াবাসীতো আর পাগল নয় যে ইহা বুঝিতে পারিবে না।

যদি এই কথা আমরা ছাড়িয়াও দেই যে এই ফয়সালাটি কাহার, তথাপি পাকিস্তান সরকারের উপরোক্ত কলা কৌশল নির্বুদ্ধিতার একটি ঢিপি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহাদের ফয়সালা হইল, মোনাফেকদিগকে এই অনুমতি দেওয়া যায় না যে তাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলে। সর্বপ্রথম কথা হইল, মোনাফেক কাহাকে বলে? যদি তোমরা কুরআন ও হাদিসের কথা বল তাহা হইলে ঐগুলি হইতে জানিয়া লও, মোনাফেকদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে অনুমতি দেওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অনুমতি দেওয়া যায় না। সর্বাগ্রে এই ফয়সালা করিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি যাহা দাবী করে উহা কি তাহার হৃদয়ের কথা? কোন মানুষ যাহা দাবী করে উহা তাহার হৃদয়ের কথা কিনা ইহা একমাত্র খোদাতায়ালা ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না। এই জন্য অবশ্য তোমরা তাহাকে যাহা মর্জি বলিতে পার, কিন্তু তোমরা এই কথা বলিতে পার না যে, ইহারা যাহা মুখে ঘোষণা করিতেছে উহা তাহাদের হৃদয়ের কথা নয়। এই বিচারের ভার খোদাতায়ালার উপর। তিনি ব্যতীত কেহ অবগত নয় কাহার হৃদয়ে কি আছে।

বস্তুতঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও খলিফাগণের জীবনে এইরূপ একটি ঘটনাও ঘটে নাই যে, কেহ নিজকে মুসলমান বলিয়া দাবী করিল, কিন্তু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বা খলিফাগণ তাহার দাবীকে রদ করিয়া দিলেন এবং এই কথা বলিলেন যে, "আভ্যন্তরীণভাবে তুমি অমুসলমান ও মোনাফেক।" এইরূপ একটি ঘটনাও

ঘটে নাই। কুরআন করীম এই বিষয়ে যে আলোকপাত করিয়াছে উহার সম্বন্ধে আমি আপনাদের সম্মুখে খোৎবার প্রারম্ভেই আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। উক্ত আয়াতের মধ্যে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর মওজুত রহিয়াছে। যেহেতু কুরআন করীম একটি পরিপূর্ণ কেতাব, ইহাতে কোন বিষয়কে বাদ দেওয়া হয় নাই। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত এমন কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই যাহার উল্লেখ কুরআন করীম করে নাই এবং যাহার ফয়সালা কুরআন করীম দান করে নাই।

বস্তুতঃ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশটি তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণাদি ও তাহারা যে অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছে, এই সব কিছুর ফয়সালা কুরআন করীমে মওজুদ রহিয়াছে। অধ্যাদেশটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা যখন আমি উপরোক্ত কুরআনী আয়াতের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে আপনাদিগকে শুনাইব, তখন আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন যে, কুরআন করীমে এই সব কিছুর উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ দান করিয়া বলিতেছেন : قالت الاعراب امنا (সুরা হুজরাত) অর্থাৎ বেদুইন আরবেরা বলে যে, আমরা ঈমান আনয়ন করিয়াছি। قل لم تؤمنوا যেহেতু আমি (খোদা) তাহাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখিতেছি, আমি তোমাকে (হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলিতেছি যে, তাহারা ঈমান আনয়ন করে নাই, তুমি তাহাদিগকে অবশ্যই বল যে. لم تؤمنوا অর্থাৎ তোমরা নিশ্চয়ই ঈমান আনয়ন কর নাই। ولكن قولوا اسلمنا কিন্তু তবু নিজদিগকে মুসলমান বলার অধিকার আমি তোমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবনা ; খোদা আমাকে সংবাদ দান করিয়াছেন যে, তোমরা ঈমান আনয়ন কর নাই এবং তোমরা মোনাফেক। এই কথা বলা সত্ত্বেও আমি তোমাদিগকে অভয় দান করিতেছি। যদি তাহাদের হৃদয়ে এই ভীতি সৃষ্টি হইয়া যায় যে, সম্ভবতঃ তাহারা নিজদিগকে মুসলমানও বলিতে পারেনা, তাহা হইলে তাহাদিগকে সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দাও : قولوا اسلمنا আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা বলিতে পার যে. 'আমরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি'। ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم যদিও ঈমান তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশই করে নাই, তথাপি তোমরা বলিতে পার যে 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি'। ইহাদের চাইতেও কি বড় মোনাফেক কেহ কল্পনা করিতে পারে যাহাদের সম্বন্ধে খোদা আকাশ হইতে সাক্ষ্য দান করিতেছেন এবং সবচাইতে অধিক সম্মানিত রসুলের নিকট উহা ব্যক্ত করিতেছেন ? তিনি সত্যবাদীদের নিকট এই ঘোষণা করেন যে এই সকল ব্যক্তিরা দাবী করে যে তাহারা মোমেন, কিন্তু ঈমান তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শও করে নাই। এতদসত্ত্বেও এই আদেশও সংগে সংগে দান করেন যে তাহাদের নিজদিগকে মুসলমান বলার অধিকার তুমি ছিনিয়া লইবে না। বরং তুমি বল যে, আমি জানি, তোমরা ঈমান লাভ কর নাই এবং ঈমান তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তবুও খোদা আমাকে বলেন যে, তুমি ইহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা নিজদিগকে মুসলমান বল। ইহাতে কেহ তোমাদিগকে বাধা দান করিবেনা।

পাকিস্তান সরকার দাবী করে যে, আহমদীরা মুনাফেক হওয়া সত্বেও নিজদিগকে মুসলমান বলে এবং এই জন্য আমরা তাহাদিগকে বাধা দিতেছি। উপরোক্ত আয়াতে করীমা তাহাদের এই দাবীকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করিয়া দিতেছে। তাহারা এই কথা চিন্তা করেনা যে, কোরআন করীম হইতে প্রমাণিত হয় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে মোনাফেকদের একটি বড় দল মওজুদ ছিল এবং এই বিষয়ের উপর সুরা মোনাফেকুন নাযিল হয়। এতদ্ব্যতীত কোরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় এই সকল মোনাফেকদের উল্লেখ রহিয়াছে। পাকিস্তান সরকার আজ জানিতে পারিল, মোনাফেকদের সহিত কিরূপ আচরণ করা উচিৎ। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট কোরআন নাযেল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না!? কোরআন করীমে মোনাফেকদের সম্বন্ধে এত বিস্তারিত আলোচনা থাকা সত্বেও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলপূর্বক একজন মুনাফেককেও বাধা করেন নাই যে তুমি নিজেকে অমুসলমান বল। বরং যে মোনাফেক সর্দার মনঃকষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে এতখানি অগ্রসর হইয়াছিল যে, কোন এক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে ঘোষণা করিল যে, যে এই শহরের সব চাইতে বেশী সম্মানিত (ব্যক্তি মোনাফেকদের সর্দার নিজে) সে 'নাউজুবিল্লাহ্‌ মিন য'লেক' এই শহরের সব চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে (আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বহিস্কার করিয়া দিবে। সাহাবাগণ জানিতেন, সে কি বলিতেছে। বস্তুতঃ তাহার এই ধৃষ্টতা ও বেয়াদবীর জন্য তাঁহাদের রক্ত এইরূপ ভয়ংকরভাবে টগবগ করিয়া উঠিল যে, তাহাদের তলোয়ারগুলি কোষমুক্ত হইতে শুরু করিল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিলেন যে, ইহাকে কিছু বলিওনা এবং তোমরা বিরত হও। সে কেবল মোনাফেকই ছিলনা, বরং মোনাফেকদের সর্দার ছিল এবং সে এত বড় মারাত্মক অপরাধ করিল যে, দুনিয়ার সব চাইতে সম্মানিত ব্যক্তিকে দুনিয়ার সব চাইতে নীচ ও হীন ব্যক্তি বলিয়া সম্বোধন করিল। এই মনোবেদনার প্রতিক্রিয়া হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইহাই ছিল যে তিনি কেবল সাহাবাগণকে নিষেধ করিলেন না, বরং যখন তাহার (মোনাফেক সর্দার) নিজ পুত্র যে একজন খাঁটি মুসলমান ছিল সে তাহার গয়রতের দরুন এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিল যে, হে রাসুলুল্লাহ! অনুমতি দিন। আমি এই পিতার শিরোচ্ছেদ করিব। তখন তিনি বলিলেন যে, আমি তোমাকেও অনুমতি দিব না। সম্ভবতঃ তাহার হৃদয়ে এই ধারনা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, যদি তাহার পিতাকে হত্যা করার জন্য তিনি অন্য লোকদের অনুমতি দান করেন তাহা হইলে তিনি হয়ত ভাবিবেন যে ইহাতে তাহার হৃদয়ে কষ্ট পেঁছিবে। কেননা তিনি জানেন, সে মুখলেস। কিরূপ মহান দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করিয়াছে! সে নিজেই উপস্থিত হইয়া বলে যে হে রাসুলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দান করুন। তিনি বলিলেন, না। কিন্তু সে এতই ছটফট করিতেছিল ও এতই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল যে, যখন মদিনায় প্রবেশের সময় উপস্থিত হইল তখন সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া

গেল। সে নিজের পিতাকে বলিল, খোদার কসম, আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই শহরে প্রবেশ করিতে দিব না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তুমি এইখানে দাঁড়াইয়া এই ঘোষণা কর যে, তুমি দুনিয়ার সব চাইতে অধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সব চাইতে সম্মানিত ব্যক্তি। সে এই ঘোষণা করিল এবং অতঃপর তাহাকে মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দান করা হইল। তাহা হইলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি মোনাফেকদের সর্দার ছিল সেও সদাসর্বদা নিজেকে মুসলমান বলিত এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই আকাংখা ছিল যে তিনি তাহার জানাযা পড়িবেন। ইহাই ছিল হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ শাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শ। মোনাফেকদের সম্বন্ধে ইহাই হইল কোরআন করীমের শিক্ষা।

এখন কি পাকিস্তানে নূতন কোরআন নাযেল হইতেছে, যাহার মাধ্যমে মোনাফেকদের সম্বন্ধে নূতন শিক্ষা নাযেল হইয়াছে? তদুপরি ইহাও জানা নাই যে, মোনাফেক আসলে কে? তোমরাই (পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভী সাহেবেরা) মোনাফেক, না উহারা যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা বল যে ইহারা মোনাফেক? এই ফতওয়া কে দিবে? তোমরা বল যে, আমরা (আহমদীরা) মোনাফেক। অনুরূপভাবে আমরা বলি যে, তোমরা মোনাফেক। মোনাফেকের ফয়সালা কে করিবে? মোনাফেকদের ফয়সালাতো খোদা ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না! খোদার ফয়সালা হইল এই যে, যখন আমি এই ব্যাপারে ফয়সালা চূড়ান্ত করিয়া দেই, এমনকি তখনও বলপ্রয়োগ করা তোমাদের কাজ নয়। ইহা আমার কাজ, আমি করি বা নাই করি।

বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন: انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر —হে মোহাম্মদ! তুমি পৃথিবীর সর্দার। কিন্তু তোমাকে আমি দারোগা বানাইয়া প্রেরন করি নাই। কেবলমাত্র লোকদিগকে উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রেরন করিয়াছি। لست عليهم بمصيطر : তুমি ইহাদিগকে বলপ্রয়োগ করিয়া তবলীগ করিওনা। এই জন্য তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবেনা যে, কেন তুমি বলপ্রয়োগ কর নাই? مصيطر এর দুইটি অর্থই হয়। কিন্তু ইহারা (পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভী সাহেবেরা) দারোগা হইয়া গিয়াছে এবং জগদ্বাসীর নিকট বলিয়া বেড়াইতেছে যে, কি করিয়া ইসলামী রাষ্ট্রে মোনাফেকদিগকে (আহমদীদিগকে) বসবাস করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে? তাহারা (আহমদীরা) নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া পৃথিবীকে ধোকা দিতেছে। কিন্তু যাহারা নিশ্চিতরূপে মোনাফেক ছিল (বেদুঈন আরবগণ) যাহাদের সম্বন্ধে খোদা নিজে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, তাহাদের সংগে এইরূপ আচরণ কেন করা হয় নাই? প্রশ্ন তো ইহাই যে, খোদা কর্তৃক ঘোষিত মোনাফেকদিগকেও মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য অনুমতি দান করা হইল এবং যাহারা কাল্পনিক মোনাফেক (আহমদীরা) তাহাদের সংগে এইরূপ আচরণ করা হইতেছে যে, তাহাদিগকে

অমুসলমান ঘোষণা করিয়া তাহাদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হইতেছে।

আমি পূর্বেই আরজ করিয়াছি যে, উপরোক্ত শ্বেতপত্রটি একটি বাজে ও অযৌক্তিক কথার ঢিপি মাত্র। আসলে প্রকৃত ঘটনা ইহাই যে মোনাফেকী দূর করার জন্য নয়, বরং মোনাফেকী সৃষ্টি করার জন্য এই আইন জারী করা হইয়াছে। চল্লিশ লক্ষ আহমদী, যারা নিজদিগকে মুসলমান মনে করে ও নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া বিশ্বাস করে, এই আইন তাহাদিগকে বাধ্য করিতেছে যে, তাহারা যেন নিজেদের মুখে নিজদের সম্বন্ধে ঐ কথা বলে (অর্থাৎ নিজদিগকে অমুসলমান বলে) যাহা তাহারা নিজদিগকে মনে করেনা। ইহা মোনাফেকী, না উহা মোনাফেকী? কোন আপত্তি নাই, তোমরা তাহাদিগকে (আহ-মদীদিগকে) মিথ্যাবাদী মনে করিতে থাক। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে মুসলমানই মনে করে। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমমান মনে করে এবং অন্যেরা তাহাকে, তাহাদের যাহা মর্জি মনে করুক, তাহাতে কি আসে যায়? যদি পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভী সাহেবেরা কেয়ামতের দিন খোদার আসনে উপবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অবশ্য কিছু আসে যায় বই কি! কিন্তু যদি আলেমুল গায়েব খোদা ফয়সালা করেন, তাহা হইলে কিছুই আসে যায় না। আমরা তোমাদিগকে যাহা মর্জি মনে করিতে পারি। তোমরাও আমাদিগকে যাহা মর্জি মনে করিতে পার। ফয়সালাতো কেয়ামতের দিন হইবে। কিন্তু যদি ফয়সালার দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তো অন্য কথা।

উপরোক্ত আইনের অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, যদি কোন আহমদী অন্তরের অন্তঃস্তল হইতেও নিজেকে মুসলমান বলে অর্থাৎ সে এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে বিশ্বাস করে, ফেরেস্তা বিশ্বাস করে, হাশর-নশর বিশ্বাস করে, হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতায় বিশ্বাস করে, এবং ইসলাম যে সমস্ত আমলকে ফরজ করিয়াছে ঐগুলিকে বিশ্বাস করে, কোরআন করীমের সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকে ফরজ বলিয়া বিশ্বাস করে ও এইগুলি আমল করা জরুরী বলিয়া বিশ্বাস করে, তদসত্বেও এই আইন অনুযায়ী তাহারা নিজদিগকে অমুসলমান বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে, যেহেতু তাহারা আইন অনুযায়ী মোনাফেক; কিন্তু অমুসলমান হওয়ার এহেন ঘোষণা সর্ব্বতোভাবে উপরোল্লিখিত বিশ্বাস সমূহের পরিপন্থী।

খোদার একত্বে বিশ্বাস করা সত্বেও উক্ত আইন অনুযায়ী বলিতে হইবে যে, আমি খোদার একত্বে বিশ্বাস করিনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান থাকা সত্বেও ঘোষণা করিতে হইবে যে, নাউজুবিল্লাহ তিনি মিথ্যাবাদী। কোরআন করীমকে একটি খাঁটি, সত্য ও অবশ্য পালনীয় কেতাব বিশ্বাস করা সত্বেও বলিতে হইবে যে, ইহা মিথ্যা কেতাব এবং আমলের অযোগ্য। আরও ঘোষণা করিতে হইবে যে, হাশর-নশর সব নিছক কিচ্ছা-কাহিনী এবং ফেরেস্তার কোন অস্তিত্ব নাই। এই সকল ঘোষণা না করিলে আইন তোমাদিগকে শাস্তি দিবে। ইহা হইল ঐ মোনাফেকাত যাহা দূর করার জন্য উক্ত

আইনে মহৌষধের ব্যবস্থাপত্র দান করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, মুনাফেকী ইহা, না মোনাফেকী ইহা যাহা উপরোক্ত মিথ্যাচার করার জন্য আইনের মাধ্যমে বাধ্য করা হয়, যদিও হৃদয়ে অন্য কিছু রহিয়াছে?

পাকিস্তান সরকার মুনাফেকের সংজ্ঞাই পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে, যাহা হৃদয়ে আছে তাহা যদি বল তাহা হইলে তুমি মোনাফেক এবং যাহা হৃদয়ে নাই যদি তাহা বল তবে তোমার মোনাফেকী দূর হইয়া যাইবে। ইহার উত্তর এই আয়াতে মওজুদ রহিয়াছে। যেহেতু তোমরা মিথ্যবাদী, অতএব আমরা তোমাদিগকে আমল করিতে দিবনা। তোমাদিগকে আমরা কুরআনী শিক্ষা আমল করিতে দিবনা, কেননা কুরআন করীমের সংগে তোমাদের সম্পর্ক কি? কুরআন করীমের সংগেতো তোমাদের সম্পর্কই নাই। আমরা যখন তোমাদিগকে অমুসলমান ঘোষণা করিলাম, তখনতো কুরআন করীমের সংগে তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল।

অতএব, যে সকল কথা আমি বর্ণনা করিলাম, উহার সবকিছুই কুরআনের শিক্ষা। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতার ঘোষণা, কুরআনকে সত্য মনে করা, উহাকে অবশ্য প্রালনীয় মনে করা এইসব কথাতো আমরা কুরআন হইতেই জ্ঞাত হইয়াছি। ইহার একটি কথাও কুরআন বহির্ভূত নয়। এমতাবস্থায় পাকিস্তান সরকার এই বাজে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে, যেহেতু আমরা তোমাদিগকে অমুসলমান ঘোষণা করিয়াছি, অতএব কুরআনের সহিত তোমাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কাজেই তোমরা এই শরিয়তের পরিভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেনা এবং এই শরিয়তের ইবাদতের তারিকাও গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই শরিয়ত একান্তভাবে আমাদের হইয়া গিয়াছে এবং আমরা তোমাদিগকে এই শরিয়ত হইতে বহিস্কার করিয়া দিয়াছি।

এখন আসুন, আমরা কুরআন করীমের প্রতি লক্ষ্য করি যে, উহা কি বলিতেছে? কুরআন করীম বলিতেছে যে: وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا — হে মোনাফেকেরা, যাহাদিগকে আমরা মোনাফেক বলিতেছি অথবা আরশের খোদা মোনাফেক বলিতেছেন এবং হে ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা, যাহাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করে নাই, তোমাদের সম্বন্ধে এই ঘোষণা করা সত্বেও তোমাদিগকে এই শান্তনা দেওয়া হইতেছে যে, অবিশ্বাসী ও মোনাফেক হওয়া সত্বেও যদি তোমরা একটি সৎ কার্য্যও কর, খোদা ঐ সৎ কার্য্যকেও বিনষ্ট হইতে দিবেন না। মোনাফেক সেই ব্যক্তি যাহাকে খোদা মোনাফেক বলেন। এই কেতাব কুরআন করীম মোনাফেককেও প্রবোধ দান করিতেছে যে, তাহারাও খোদার আশীষের বাহিরে নয়। তাহাদের এই মিথ্যাচার ও দ্বিমুখী জীবন ধারা গ্রহণ করা সত্বেও আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে বলিতেছেন যে, যদি তাহারা কুরআনের উপর আমল করে ও সৎ কাজ করে তাহা হইলে তিনি তাহাদের কোন সৎ কাজকেই বিনষ্ট করিবেন না। কিন্তু পাকিস্তানে ইহার বিপরীত এই কথা বলা হইতেছে যে, যেহেতু আমরা তোমাদিগকে

মোনাফেক ঘোষণা করিয়া দিয়াছি, অতএব তোমাদিগকে কুরআনের উপর আমল করিতে দিব না। পাকিস্তানে সম্পূর্ণরূপে এক নুতন শরিয়ত নাযেল হইয়াছে।

অতএব হে পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভী সাহেবরা! কেন আপনারা মোনাফেকীর পথ অবলম্বন করিয়াছেন? আপনারা স্বীকার করুন যে, আপনাদের শরিয়ত একটি পৃথক শরীয়ত এবং এই বানানো শরিয়তের ডাণ্ডা দ্বারা আমাদিগকে হাঁকাইয়া নিয়া যাইতেছেন। কেন আপনারা এইভাবে মোনাফেকীর পথ গ্রহণ করিয়াছেন? কুরআন করীমের শিক্ষার প্রতি আপনারা মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন। ইহা বড়ই জুলুমের কথা যে আপনারা কুরআন করীমের বদনাম করিতেছেন। ইহা কতই না আফসোসের কথা যে আপনারা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআন করীম হইতে আইনের বৈধতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন এবং কুরআন করীমে ঐ বৈধতা খুঁজিয়া না পাইলেও উহা কুরআন করীমের প্রতি আরোপ করিতে শুরু করিয়াছেন। ইহা কেমনতরো ব্যাপার?!

আমাদের পক্ষ হইতে মোনাফেকাতের প্রশ্নই উঠে না। নিজের বিশ্বাসের পরিপন্থী মিথ্যা কথা বলাইতো মোনাফেকাত। পাকিস্তানী আইনে আমাদিগকে বাধ্য করা হইতেছে যে, তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের পরিপন্থী আচারণ কর। অতএব এই আইন মোনাফেকী হইতে রক্ষা করার জন্য কখনও হইতে পারে না। বরং এই আইন মোনাফেক সৃষ্টি করার জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে। কার্য্যতঃ আহমদীরা ছাড়াও অন্যান্য সকল ফেরকার লোকেরাও এই আইনের আওতাভুক্ত হইয়া পড়ে এবং শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে। ইহাকে আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন! একদিকে বলা হইতেছে যে, তোমরা মিথ্যা কথা বলিতেছে। তোমাদের অন্তরে যাহাকিছু আছে, বাহিরে তোমরা তাহা প্রকাশ কর না। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানী মৌলভী সাহেবেরা নিশ্চিতভাবে ইহা বিশ্বাস করে যে, আহমদীরা কখনও হযরত মসীহ মওউদ আলাইহে সালামকে অস্বীকার করিবে না। এই কারণে ইসলামে প্রবেশ করার জন্য তাহারা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহে সালামকে অস্বীকার করার শর্ত আইনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তাহারা জানে এবং অন্তরে এই কথারও সাক্ষ্য দেয় যে আহমদীরা এতই খাঁটি যে তাহারা চাকুরী ছাড়িয়া দিবে, সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে, নিজদের সমস্ত অধিকার বিসর্জন দিবে এবং কঠিনতর দুঃখ-যন্ত্রনা বরণ করিবে তবুও তাহারা মিথ্যা বলিবে না। আজ পাকিস্তানে এইরূপই হইতেছে।

ইহাকেই কি মোনাফেকাত বলে যে, সর্বপ্রকারের কষ্ট চোখের সম্মুখে দেখিয়া এবং ঐগুলি সহ্য করিয়াও আহমদীরা মিথ্যা কথা বলেনা? অতএব, আমাদের আমল প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, আমরা মোনাফেক নই। কিন্তু খোদার তকদীর প্রকাশ করিবে যে মোনাফেক তোমরাই।

(ক্রমশঃ)

(ক্যাসেটকৃত খোৎবা হইতে অনুদিত)

অনুবাদঃ **নজির আহ্‌মেদ ভুঁইয়া**

জোর কদম এগিয়ে চলে

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ক্ষমতার দাপট মারে পিষে মানবতা,
সংখ্যার বড়াই এনে ডেকে দানবতা।
সত্যকে হেয় করে হতে চায় উচ্চ,
বাহককে হত্যায় করতে চায় তুচ্ছ।

স্রষ্টার ইচ্ছার ছাড়ে তারা বাড়ীঘর,
দুনিয়ার কোন স্থানই নয় কো তাদের পর।
সত্যই শ্রেয়, সবের 'পর এর স্থান,
হিজরৎ করে তাঁরা হয় আরো মহীয়ান।

মুসা (আঃ) ছাড়ে মিশর মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কা,
দুষ্টেরা বুঝেনা যে এও স্রষ্টারই ইচ্ছা।
মক্কা, না মদিনা মোহাম্মদ (সাঃ) বলে না,
নির্দেশ স্রষ্টার তৎক্ষণাৎ দেন রওয়ানা।

জিয়া করে জারি কাদিয়ানী বিরোধী ফরমান,
তখনই আহমদীয়া নেতা লণ্ডনে চলে যান।
সেখান থেকে জানান তাহির (আইঃ) আহ্বান
বয়ে যায় জামাতে দোয়া ধৈর্য ও কুরবানীর বান।

অকাতরে বিলাতে ধন, মান, জান,
জামাত এগিয়ে যায়, খলিফার আহ্বান।
দশ সপ্তাহে উত্তরিলা দশ বছরের পথ,
দ্রুত এগিয়ে যায় সত্যের মহারথ।

পাকিস্তান বন্ধ করে আহমদীয়তের প্রচার,
পশ্চিমের জন্য দেয় খোলে সত্যের রুদ্ধ দ্বার।
নিত্য নতুন লোক দেখে তাহিরের (আইঃ) দরবার,
সত্যের খলিফা—তাঁকে পারে কে হারাবার!
ডজনের মত খুলেন নতুন মিশন,
ইসলামী নূরেতে পশ্চিম হবে যে রৌশন।

আবু জাহেল, জিয়া রুধিতে ব্যর্থ সত্যের অভিযান
দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়, মর্মাহত শত্রুরা হয়রান।
এতো জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিশান,
গাফেল থেমো না ভাই, হও সবাই পুণ্যবান।

পাকিস্তানে ইসলামী ন্যায়নীতি বিরোধী কার্যকলাপ

ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি আদল ইনসাফ এবং ন্যায়বিচারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়াছে :

وَ اِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

অর্থাৎ—মানুষের মধ্যে যখন তোমরা ফয়সালা কর তখন ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে সহিতই ফয়সালা করিবে। (আল-নিসা, ৮ম রুকু)

সেই সঙ্গে আল্লাহতায়ালা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল প্রকারের হিংসা বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব হইতে বিরত থাকার জন্যও মুসলমানদিগকে বিশেষভাবে তাগিদ করিয়াছেন :

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا
تَعْدِلُوا - اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (المائدة - ع ٢)

অর্থাৎ—তোমরা আল্লাহ্‌র খতিরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং সেই ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদিগকে আদল-ইনসাফ বা ন্যায়বিচার বিসর্জনে প্ররোচিত না করিতে পারে। ইনসাফ কর, ইহাই তকওয়ার নিকটবর্তী।" (আল-মায়েদা, রুকু ২)

কুরআন করীমের এই সকল স্পষ্ট ও তাগিদপূর্ণ নির্দেশাবলীর প্রেক্ষিতে ইসলামী নীতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারের বিচার-বিভাগের দায়িত্ব যে কত বেশী, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু আফসোস! পাকিস্তানে বর্তমান সামরিক একনায়কত্ব উচ্চকণ্ঠে ইসলামের বুলি আওড়াইলেও সেখানে নিজের রাজনৈতিক হীন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে ঔদ্ধত্যের সহিত কুরআন করীমের উল্লিখিত ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আহকাম লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং আজ সেখানে আইন মান্যকারী শান্তিপ্রিয় একটি ধর্মীয় ও রুহানী জামাত তথা আহমদীয়া জামাতের নিরপরাধ নাগরিকদিগকে, যাহারা ইসলাম ধর্মকেই তাহাদের একমাত্র ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বব্যাপী ইহার প্রচার করিয়া থাকে, নিজদিগকে মুসলমান বলার, নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী শিক্ষামালার অনুসরণ ও অনুশীলনে মুসলিম হিসাবে কোন প্রকারের পরিচয় দেওয়ার, উহা প্রচার করার, নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলার, আজান দেওয়ার এবং ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করার উপর কঠোর দণ্ডনীয় নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করিয়া একটি অধ্যাদেশ জারী করিয়াছে। ইহার নামকরণ করা হইয়াছে "কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ (নিষিদ্ধ করণ) অধ্যাদেশ।" উপরোক্ত কার্যগুলিকে ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ বলিয়া শাস্তি প্রয়োগ করা স্বয়ং জঘন্যতম ইসলাম-বিরোধী কার্য্যকলাপ নয় কি? নিঃসন্দেহে ইহা ইসলামী ন্যায়-বিচারের পরিপন্থী ; ইহা কুরআন ও সুন্নাহর সকল অনুশাসনকে চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করিয়াছে এবং ইসলামের মুখমণ্ডলে কালিমা লেপন করিয়া

দিয়াছে। কুরআন করীমে বর্ণিত ধর্মের ইতিহাসের আলোকে এহেন ধরনের সাম্পদায়িক হিংসা ও শত্রুতা প্রসূত বর্বরতা একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত ব্যক্তি ও আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত জামাতের বিরুদ্ধেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। —"ফা'তাবিরূ ইয়া উলিল আবসার।"

ইহার এক মর্মান্তিক বিবরণ স্বয়ং লাহোর হইতে প্রকাশিত একটি পাকিস্তানী পত্রিকা 'সাবাহুল খাইর' ১৩ই জুন ১৯৮৪ইং তারিখের সংখ্যায় নিম্নরূপ তুলিয়া ধরিয়াছে ঃ

"জামাত আহ্‌মদীয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক অধ্যাদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ইহার সমর্থক বিরুদ্ধবাদীগণের পক্ষ হইতে চরম হিংসাত্মকভাবে চিনিইউট, শিয়াল-কোট, গুজরাত, খগগর, গুজরানওয়ালা এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে নিম্ন আদালতগুলিতে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মোকদ্দমা দায়ের করিয়া আহমদীয়া জামাতের সদস্যবৃন্দকে হয়রান-পেরেশান করা হইতেছে, সেখানে জামাতের দুইজন সদস্য অর্থাৎ জনাব মুজিবুর রহমান দরদ (সাকিন লাহোর) এবং জনাব মোহাম্মদ আসলাম সাহেব (সাকিন কসুর) এর পক্ষ হইতে সাম্প্রতিক অর্ডিনেন্সের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে পৃথক পৃথক ভাবে দায়েরকৃত দুইটি রিট আবেদন উক্ত আদালতের মহামান্য বিচারপতি মিষ্টার জাষ্টিস এ, এস, সালাম এই আদেশ বলে অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে, "এই প্রকারের দরখাস্তের শুনানীর অধিকার হাইকোর্ট সমূহের এখতিয়ারভুক্ত নহে।

উল্লেখ্য যে, রিট দুইটিতে এই অভিমত বা দাবী পেশ করা হইয়াছিল যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সাম্প্রতিক জারিকৃত অর্ডিনেন্সটি যেহেতু আইনের ধারা নং ২০, ৮৭, আন্তর্জাতিক মানাবাধিকার সনদ (আর্টিক্যাল নং ১৮) এবং স্বয়ং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক পাকিস্তানের প্রথম এসেম্বলীতে ১১ই আগষ্ট ১৯৪৮ ইং প্রদত্ত বক্তৃতার সরাসরী পরিপন্থী, সেজন্য ইহাকে বাতিল বলিয়া সাব্যস্ত করা হউক।"

কত দুঃখ ও তাজ্জবের ব্যাপার যে, যে সকল মকদ্দমায় আহমদীয়া জামাত বিবাদী হিসাবে বিদ্যমান, সেইগুলির শুনানীর এখতিয়ার তো দেশের নিম্ন আদালতগুলিরও রহিয়াছে, কিন্তু যে রিট আবেদনটি বাদী হিসাবে কোন আহ্‌মদীর পক্ষ হইতে দায়ের করা হইল, উহা গ্রহণ বা শুনানীর ক্ষেত্রে লাহোর হাইকোর্টের ন্যায় উচ্চ আদালতও অক্ষম হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ যখন অতীতকালে স্বয়ং উক্ত আদালত আগা শোরেশ কাশ্মীরীর পক্ষ হইতে দায়েরকৃত একটি মোকদমায় তাহার নিম্নরূপ যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ফয়সালা দান করিয়াছে ঃ

"বাদীগণের বিজ্ঞ কৌঁসুলীর সাকুল্য সওয়াল-জওয়াবের মোদ্দা কথা হইতেছে যে, আহমদীরা ইসলামের কোন ফেরকা নহে এবং বাদীগণের এই কথা বলিবার যে অধিকার তাহা সংবিধান কর্তৃক গ্যারান্টিকৃত। কিন্তু বিজ্ঞ কৌঁসুলী একটা সত্য এড়াইয়া যান যে, পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে আহমদীরাও ইসলামের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হইবার আকীদাকে প্রকাশ্যে দাবী করিবার এবং ঘোষণা করিবার পক্ষে সমান স্বাধীনতার গ্যারান্টিও সংবিধান কর্তৃক প্রাপ্ত। বাদীগণ যাহা নিজেদের বেলায় দাবী করেন, তাহাই তাহারা অন্যের বেলায় কি করিয়া অস্বীকার করেন, তাহা আমাদের বোধগম্যের বাহিরে। নিশ্চয়ই ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তো নহে।" (পি, এল, ডি, ১৯৬৯ পৃঃ ২৮৯)

লাহোর হাইকোর্টের সাবেক ফয়সালা এবং বর্তমান ভূমিকায় বিদ্যমান এই দুঃখজনক তফাৎ ও বিরোধ কি স্পষ্টতঃ ইহা প্রমাণ করিতেছে না যে, আজ পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন একনায়ক সামরিক সরকার জামাত আহ্‌মদীয়ার বিরোধীতায় সেখানকার প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলির স্বাধীনতাই হরণ করেন নাই বরং বিচার-বিভাগেরও গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন ?!

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাকিস্তানের উচ্চ শরীয়তী আদালতে আহমদী বিরোধী অধ্যাদেশটিকে শরীয়ত পরিপন্থী চ্যালেঞ্জ করিয়া কয়েকজন আহমদী কর্তৃক দায়েরকৃত রিট আবেদনটি শুনানীর পর নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অবাক হইবার কিছুই নাই। এমনটিই তো হওয়ার কথা ছিল। দুনিয়াবী আদালতের এই জাতীয় ফয়সালার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনিয়া ধর্মান্ধ ইহুদী মোল্লাদের চাপে রোমীয় আদালত তাঁহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া হত্যার আদেশ দান করিয়াছিল। কিন্তু, সেই সঙ্গে রোমীয় বিচারপতি পিলাইট আদালতে রায় দেওয়ার পূর্বে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে হযরত ঈসা (সাঃ)-কে নির্দোষ ঘোষণা করিয়া এই যুগের তথাকথিত "উচ্চ শরীয়তী আদালত"-এর মোকাবিলায় ইতিহাসের পাতায় ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। আফসোস, এত জাজ্জ্বল্যমান মানবাধিকার-বিরোধী ও বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামের উজ্জল নীতি ও শিক্ষার সুস্পষ্ট পরিপন্থী অর্ডিনেন্সটিকে শরীয়তের নামে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ আদালত স্বৈরাচারী সরকার ও ধর্মান্ধ মোল্লাদের চাপে সমর্থন করিয়া প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শত্রুদের ন্যায়ই জগতের নিকট ইসলামী শরীয়তকেই হেয় প্রতিপন্ন করিল। এইরূপে নাম সর্বস্ব শরীয়তী আদালত ইসলামের মুখে কালিমা লেপন করিল।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৬ই মে ৮৪ তারিখে লাহোর হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের এক আনুষ্ঠানিক সভায় আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে জারীকৃত অর্ডিনেন্সর প্রতি অভিনন্দন সূচক একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে উহা নাকচ হয়। তেমনি, পাকিস্তানের বামপন্থী সকল রাজনৈতিক দল এবং ডানপন্থীদের মধ্যেও শুধু জামাত ইসলামী জমইয়াতে উলমায়ে ইসলাম এবং মজলিসে আহ্‌রারে ইসলাম (তেহফফুজ খতমে নবুওত) ব্যতীত অন্যান্য সকল দল অধ্যাদেশটির কঠোর সমালোচনা করিয়া প্রত্যাহারের দাবী করেন।

এতদ্ব্যতীত, সারা বিশ্বের বিবেকবান মহল এই অর্ডিনেন্সটিকে সকল দেশের সকল আইন, ন্যায়নীতি, ধর্ম ও মানবতা বিরোধী বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন। ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত অত্র পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে পাঠক বর্গ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন।

(আহ্‌মদ সাদেক মহ্‌মুদ)

সংবাদ ঃ

পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিগণের অভিমত ঃ
"স্বৈরাতান্ত্রিক একনায়কত্ব শাসিত রাষ্ট্রে বাক-স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংরক্ষিত নয়।"

গত ১৩ই আগষ্ট, ১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ সময় রাত্রি নয় ঘটিকায় বি, বি, সি-এর উর্দু অনুষ্ঠানে, ভাষ্যকার মুহাম্মদ গইয়ুরের উপস্থাপনায় 'পাকিস্তানের রাজনীতি' শীর্ষক প্রতিবেদনে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি জনাব ফখরুদ্দীন ইব্রাহীম ও আরও **একজন বিশিষ্ট** সুপ্রীম কোর্ট বিচারপতি উল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিচারপতিদ্বয় তাদের সাথে গৃহীত সাক্ষাৎকারে এই মৌলিক বিষয়টি ব্যক্ত করেন যে, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে বিচার-বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শাসনতন্ত্র সংরক্ষণ ও আইনের শাসন কায়েমে বিচার-বিভাগের মর্যাদা অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও বিচার-বিভাগ জনগণ ও সরকার দুইয়েরই স্বার্থ সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করে থাকে। কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত বিচার-বিভাগ দ্বারা আইনের শাসন বিঘ্নিত ও জনগণের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিচক্ষণ বিচারপতিগণ উক্ত সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের রাজনীতির স্বাভাবিক গতিধারা পর্যায়ক্রমে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেন। ধারাবাহিকভাবে সরকারের পালা বদলে কোন সময় শাসনতন্ত্র বাতিল, কোন সময়ে স্থগিত ইত্যাদির ফলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হওয়ার বিবরণও তারা প্রদান করেন। তারা আরও বলেন যে সরকারের হস্তক্ষেপের পরিণতিতে বিচার-বিভাগ ক্রমশঃই মৌলিক নাগরিক অধিকার সমূহ, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদি সংরক্ষণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সম্মানিত বিচারপতিগণ এ বিষয়টিও প্রকাশ করেন যে বর্তমানের স্বৈরাচারমূলক একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়, পাকিস্তানে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বিচার-বিভাগের পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে সেখানে বাক-স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকারের কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। সংকলন ঃ **মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ**

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের নামে মিসেস ইন্দ্রাগান্ধীর পত্র
"পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সহিত ভারত অপেক্ষাও জঘন্যতর দুর্ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইতেছে।"

"যুক্তরাজ্যের "টাইমস্" পত্রিকার দিল্লীস্থ প্রতিনিধির প্রতিবেদন অনুযায়ী পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক মহারাষ্ট্রের মুসলিম-নিধন দাঙ্গা প্রসঙ্গে পত্র পাঠাইয়াছিলেন। মিসেস ইন্দ্রাগান্ধী উহার শক্ত জওয়াব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভারতের সংখ্যালঘুদের সহিত তাহার কোন সংস্রব রাখা উচিত নয়। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সহিত ভারত অপেক্ষাও জঘন্যতর দুর্ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক্ এখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঐ পত্রটির উত্তর দেন নাই।

(দৈনিক 'জং' (লাহোর) ২৩শে জুলাই '৮৪)

অনুবাদ : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar